

## সূরা ফাতির-মাক্কী

আয়াত : ৪৫

রুকু' : ৫

## নামকরণ

এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'ফাতির' শব্দটি দ্বারা। এ সূরার আরেকটি নাম রয়েছে 'আলমালায়িক'। এ শব্দও প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ শিরোনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যাতে 'ফাতির' ও 'মালয়েক' শব্দ দুটো উল্লেখিত হয়েছে।

## নাখিলের সময়কাল

সূরার আলোচ্য বিষয়ের আলোকে অনুমান করা যায় যে, এটি মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতকে অকার্যকর করে দেয়ার জন্য তাঁর চরম বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন নাখিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশ কাফির ও তাদের নেতৃবৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। এ প্রসঙ্গে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, হে কাফিররা তোমাদেরকে এ নবী যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তা তোমাদের কল্যাণেই। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছুই করছো এসব কিছু তো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে না—যাচ্ছে তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি তোমরা তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি না মানো তাহলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হবে তোমাদের।

তিনি যা করছেন তাতো অযৌক্তিক নয়। তিনি শিরক-এর প্রতিবাদ করছেন, আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করার পক্ষে কি কোনো যুক্তি প্রমাণ আছে? তিনি তোমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন; তোমরা ভেবে দেখো, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কি সৃষ্টি ও প্রতিপালনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে? আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব কি কল্পনা করা যায়? রাসূল তোমাদেরকে বলছেন যে, তোমাদের এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে যেখানে তোমাদের এ জীবনের সকল কাজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। তোমরা দায়িত্বহীন এবং স্বাধীন নও। তোমাদেরকে এক দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সেই দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তোমাদের চোখের সামনে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি যেমন হচ্ছে, তেমনি তোমাদেরকে পুনঃসৃষ্টি করবেন। এটি আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। কেননা প্রথমবার সৃষ্টি তো তিনিই করেছেন। ভালো কাজ করলে তার ফল অবশ্যই ভালো হবে; আর মন্দ কাজ করলে ফল মন্দ হবে।

এটাই তো হওয়া উচিত। বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তির রায় তো এটাই। ভালো-মন্দ সমান হয়ে একাকার হয়ে মাটিতে মিশে যাক এবং দুনিয়ার ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডের কোনো ফল কেউ ভোগ না করুক, দুনিয়ার জীবন অর্থহীন হয়ে যাক—এটা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী কথা। এখন তোমরা যদি রাসূলের এসব বিবেকসম্মত যুক্তিসংগত কথাগুলো না মানো এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দায়িত্বহীন মনে করে স্বৈচ্ছাচারী জীবন যাপন কর, তাহলে রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না ; ক্ষতি হবে তোমাদের নিজেদের। রাসূলের দায়িত্ব ছিল, এসব বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।

উপরোদ্ধিখিত বিষয়গুলো বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহ তা'আলা বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। সুতরাং যারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবে থাকতে চায় এবং সত্য-সঠিক পথে চলতে না চায় তার দায়িত্ব আপনার নয়। আপনি এজন্য দায়ী হবেন না। এসব লোকের হঠকারি আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং এ জাতীয় লোককে সঠিক পথে আনার চিন্তায় আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন না ; বরং যারা আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত তাদের প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন। তাদেরকেই দীনের পথে এগিয়ে আসতে সহায়তা করুন।

এ প্রসঙ্গে মু'মিনদেরকেও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যাতে তাদের মনোবল দৃঢ় হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল হয়ে দীনের পথে অবিচল থাকতে পারে।



কক'-৫

৩৫. সূরা ফাতির-মাকী

আয়াত-৪৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদেরকে (তাঁর) বাণীবাহক নিয়োগকারী<sup>১</sup> যারা ডানাসমূহের অধিকারী—(যা সংখ্যায়)

مُثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ بَزِيدٍ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

দুই দুই ও তিন তিন এবং চার চার<sup>২</sup>; তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন<sup>৩</sup>; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ওপর

① الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা; اللَّهُ-আল্লাহর জন্য; فَاطِر-যিনি স্রষ্টা; السَّمَوَاتِ-আসমান; جَاعِلِ-যিনি নিয়োগকারী; الْمَلَكَةِ-ফেরেশতাদেরকে; الْأَرْضِ-যমীনের; رُسُلًا-(তাঁর) বাণীবাহক; أُولَىٰ-যারা অধিকারী; أَجْنَحَةٍ-ডানাসমূহের; مُثْنَىٰ-(যা সংখ্যায়) দুই দুই; وَثُلَّةَ-তিন তিন; وَرُبْعَ-চার চার; بَزِيدٍ-তিনি বৃদ্ধি করেন; مَا-যা; يَشَاءُ-তিনি চান; إِنَّ-নিশ্চয়ই; اللَّهُ-আল্লাহ; عَلَىٰ-ওপর; كُلِّ-সর্ব; شَيْءٍ-বিষয়ের;

১. অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের নিকট ওহী পৌছাবার দায়িত্বে নিয়োজিত। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ বিশ্ব-জাহানে যেসব বিধান জারী করেন তা ফেরেশতারা নিজে আসে এবং সেসব বিধান জারী করে। ফেরেশতাদের মর্যাদা এক লা-শরীক আল্লাহর অনুগত হুকুম-বরদারের বেশী কিছু নয়। মুশরিকরা তাদেরকে উপাস্য দেব-দেবীতে পরিণত করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই, সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

২. ফেরেশতাদের হাত ও ডানার ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা যখন 'ডানা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন তা আমাদের পরিচিত ডানার মতো তথা পাখিদের ডানার মতোও হতে পারে। আর ডানার সংখ্যা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানা বলা দ্বারা ফেরেশতাদের দায়িত্ব অনুসারে তাদের ক্ষমতার পার্থক্যের কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে ফেরেশতাকে দিয়ে যে ধরনের কাজ করাতে চান, তাকে সে ধরনের গতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ ফেরেশতাদের ডানা শুধুমাত্র চার-এ সীমিত নয়; বরং দায়িত্ব অনুপাতে ডানার সংখ্যা আরও বাড়িয়েও দিয়েছেন। সহীহ হাদীসে জিবরাঈলের ডানা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রিওয়ায়াত করেছেন—রাসূলুল্লাহ

قَدِيرٌ ③ مَا يَفْتَرِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ ④

সর্বশক্তিমান । ২. আল্লাহ মানুষের জন্য (তাঁর) রহমত থেকে যা খুলে দেন, তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, আর যা তিনি বন্ধ করে দেন

فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ⑤ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا ⑦

তার পরে তার চালুকামীও কেউ নেই<sup>৫</sup> এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়<sup>৬</sup> । ৩. হে মানুষ ! তোমরা স্মরণ করো

“সর্বশক্তিমান-قَدِيرٌ ③-যা-مَا ; খুলে দেন ; يَفْتَرِ-আল্লাহ ; মানুষের জন্য ; لِلنَّاسِ-তার পরে ; مِنْ-তার পরে ; بَعْدِهِ-এবং ; وَهُوَ-তিনি ; الْعَزِيزُ-চালুকামীও ; الْحَكِيمُ-পরাক্রমশালী ; يَا أَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; اذْكُرُوا-তোমরা স্মরণ করো ;

স. জিবরাঈল আ.-কে এমন অবস্থায় দেখেছেন, যখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত । হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-কে তাঁর আসল চেহারা দু'বার দেখেছেন । তখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত এবং তিনি সারা আকাশ জুড়ে ছিলেন ।

৪. এখানে মুশরিকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে । মুশরিকরা মানুষের মধ্য থেকে কাউকে তাদের রিযিকদাতা, কাউকে সম্ভানদাতা, কাউকে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ইত্যাদি ভেবে নিয়ে তাদের আনুগত্য করতে থাকে । আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার করে দেন যে, মানুষের প্রতি যেসব নিয়ামত আল্লাহ বর্ষণ করেন, এতে কারো হাত নেই । দুনিয়ার কোনো শক্তিই এ নিয়ামত আগমনের ধারা রোধ করতে সক্ষম নয় । অপরদিকে আল্লাহ যদি কারো প্রতি নিয়ামতের বর্ষণ বন্ধ করে দেন, তাহলে কেউ তা খুলেও দিতে সক্ষম নয় । সুতরাং মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া হবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই । এভাবে মানুষ গায়রুল্লাহর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবার প্লানী থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং তার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে পারে যে, তার ভাগ্যের উন্নতি-অবনতি একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ ।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের এবং সবকিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ নেই ; কেননা তিনি একমাত্র পরাক্রমশালী । তাঁর সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, তিনি কাউকে কিছু দিলে তা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত । আর কাউকে কিছু না দিলে তা-ও জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেয়া থেকে বিরত থাকেন ।

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ

তোমাদের ওপর (বর্ষিত) আল্লাহর নিয়ামতসমূহ<sup>৬</sup> ; আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করে আসমান থেকে ও

الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤْفَكُونَ ۖ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

যমীন থেকে ? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তাহলে তোমরা কিভাবে প্রতারণিত হচ্ছে<sup>৭</sup> ? ৪. আর (হে নবী ! ) তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে<sup>৮</sup> তবে (এটা নতুন নয়) নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল

رَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن وَعْدَ اللَّهِ

আপনার আগেও রাসূলদেরকে ; আর সকল বিষয়ই অবশেষে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে<sup>৯</sup> । ৫. হে মানুষ ! আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিতভাবেই

- هَلْ - (ত)তোমাদের ওপর (বর্ষিত) ; -عَلَيْكُمْ- আল্লাহর ; -اللَّهُ- নিয়ামতসমূহ ; -نِعْمَةً-  
- يَرْزُقُكُمْ- আল্লাহ ; -غَيْرُ- এমন স্রষ্টা ; -خَالِقٍ- কোনো ; -مِنْ- আছে কি ;  
-و- আসমান ; -السَّمَاءِ- থেকে ; -مِنْ- যে তোমাদেরকে রিযিক দান করে ; - (রযিক+কম)-  
-ف- ) -فَاتَى- তিনি ; -هُوَ- ছাড়া ; -إِلَه- কোনো ইলাহ ; -لَا- নেই ; -الْأَرْضِ- যমীন ;  
-إِنْ- (হে নবী ! ) ; -و- ৪) -تُؤْفَكُونَ- তোমরা প্রতারণিত হচ্ছে ; - (নি)- তাহলে কিভাবে ;  
-تَب- তবে ; -كُذِّبَتْ- তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; - (ক+উ)- -يَكْذِبُوكَ-  
-مِنْ- রাসূলদেরকে ; -رَسُولٍ- (এটা নতুন নয়) নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ;  
-تُرْجَعُ- প্রত্যাবর্তিত ; -إِلَى- দিকেই ; -اللَّهُ- আল্লাহর ; -و- আর ;  
-إِنْ- নিশ্চিতভাবেই ; -يَا أَيُّهَا النَّاسُ- হে- মানুষ ; -الْأُمُورُ- অবশেষে সকল বিষয়ই ;  
-وَعْدَ- ওয়াদা ; -اللَّهُ- আল্লাহর ;

৬. অর্থাৎ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেগুলো যে আল্লাহর-ই দেয়া একথা মনে রেখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার অর্থ হলো—একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত বা দাসত্ব, সকল নিয়ামত-ই আল্লাহর দেয়া বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও তাঁর শোকর আদায় করা এবং সকল চাওয়ার পাত্র একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যখন কোনো স্রষ্টা ও আসমান-যমীন থেকে তোমাদের রিযিকদাতা যে নেই, তা তোমরা তো জান ; অতএব তোমাদের ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী-ও কেউ হতে পারে না। স্রষ্টা ও রিযিকদাতা যে একমাত্র আল্লাহ এটা নিশ্চিত জেনেও তোমরা এ ধোঁকাতে কেমন করে পড়লে যে, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হবে আল্লাহ আর ইবাদাত আনুগত্য পাবেন অন্য কোনো সত্তা।

حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۖ إِنَّ

সত্য<sup>১০</sup>; অতএব দুনিয়ার জীবন কখনো যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে<sup>১১</sup> এবং সেই বড় ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে কখনো যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে<sup>১২</sup>। ৬. নিশ্চয়ই

الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا

শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ করো ; সে তার দলবলকে শুধুমাত্র এ জন্যেই ডাকে, যেন তারা হয়ে যায়

“সত্য-সত্য ; -অতএব তোমাদেরকে কখনো যেন -লাতগরন+কম- -فَلَا يَغُرَّتْكُمْ- ; -এবং- -و- ; -দুনিয়ার জীবন- -الْحَيَاةُ الدُّنْيَا- ; -তোমাদেরকে কখনো যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে- ; -আল্লাহ সম্পর্কে- ; -তোমাদের- -لَكُمْ- ; -শয়তান- -الشَّيْطَانُ- ; -সেই বড় ধোঁকাবাজ- -الْغُرُورُ- ; -দুশমন- -عَدُوٌّ- ; -অতএব তাকে গ্রহণ করো- -فَاتَّخِذُوا- ; -দুশমন- -دُشْمَن- ; -তার দল- -حِزْب- ; -সে-তো ডাকে- -يَدْعُو- ; -শুধুমাত্র- -أَنَّمَا- ; -এজন্যই যেন তারা হয়ে যায়- -لِيَكُونُوا- ;

৮. অর্থাৎ আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নেয় না এবং আপনি যে দাওয়াত দেন তার প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। আপনি যে বলেন, ‘আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই’ তারা একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করে।

৯. অর্থাৎ আপনার যেসব নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। তাদেরকেও আপনার মতোই মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ; কিন্তু সত্য-মিথ্যা ফায়সালাদানের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে, কোনো মানুষের হাতে এ ক্ষমতা নেই। কে সত্যের ওপর আছে, আর কে মিথ্যার জড়িয়ে আছে, তার সিদ্ধান্ত অবশেষে আল্লাহ-ই দেবেন এবং সাথে সাথে মিথ্যার পরিণতিও দেখিয়ে দেবেন।

১০. অর্থাৎ সকল বিষয় যে অবশেষে আল্লাহর-ই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবে সত্য।

১১. অর্থাৎ “আখিরাত বলতে কিছুই নেই, দুনিয়ার জীবনই সবকিছু” এমন প্রতারণায় যেন তোমরা পড়ে না যাও। অথবা “আখিরাত থেকে থাকলেও দুনিয়াতে যারা আরাম-আয়েশে দিন গুজরান করছে, তারা আখিরাতেও আরাম আয়েশে থাকবে।” এমন ধোঁকায় যেন তোমরা পড়ে না যাও।

১২. সবচেয়ে ‘বড় প্রতারণা’ হলো শয়তান। এ শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। কাউকে বলে যে, ‘আল্লাহ বলতে কিছুই নেই’ ; আবার কাউকে বলে—‘আল্লাহ থাকলেও তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করে দিয়ে আরাম করছেন, তাঁর সাথে এখন দুনিয়ার কোনো

مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَعَذَاتُ الشَّدِيدَةُ ۚ وَالَّذِينَ

জাহান্নামবাসীদের शामिल। ৭. যারা কুফরী করেছে<sup>১৩</sup> তাদের জন্য রয়েছে  
কঠোর শাস্তি ; আর যারা

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।<sup>১৪</sup>

কুফরী-كَفَرُوا; যারা-الَّذِينَ ৭। السَّعِير-জাহান্নাম; أَصْحَاب-বাসীদের; مِنْ-শামিল; الَّذِينَ-অর; وَ-আর; الشَّدِيد-কঠোর; عَذَاب-শাস্তি; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে; كَفَرُوا-কুফরী করেছে; الصَّالِحَات-সৎকাজ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে; أَمَنُوا-ঈমান এনেছে; وَعَمِلُوا-করেছে; وَ-এবং; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা; وَ-ও; أَجْر-পুরস্কার; كَبِير-বিরাট।

সম্পর্ক নেই; কাউকে এটা বলে বিভ্রান্ত করছেন যে, “আল্লাহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে এর ব্যবস্থাপনাও করছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষকে দিক নির্দেশ দেয়ার জন্য কোনো নবী-রাসূল পাঠাননি। কাজেই নবী পাঠানো ও তাঁর প্রতি কিতাব পাঠানো এগুলো সবই মিথ্যা কথা।” কিছু কিছু লোককে এমন আশ্বাস দিয়েও শয়তান প্রতারিত করেছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু; সুতরাং তোমরা যত গুনাহ-ই কর না কেন, আল্লাহর কিছু কিছু প্রিয় বান্দাহ আছেন, যাদের সুপারিশে তোমাদের সকল গুনাহ-ই তিনি ক্ষমা করে দেবেন; অতএব গুনাহের জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই।

১৩. অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি অস্বীকৃতি জানাবে, তারাই কুফরী করেছে বলে ধরা হবে।

১৪. অর্থাৎ ঈমান ও নেককাজ নিয়ে যারা আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে, তাদের গুনাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক কাজগুলোর ন্যায্য প্রতিদানের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কার তাদেরকে দেবেন।

### ১ম রুকু' (১-৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, কারণ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তিনিই।
২. ফেরেশতারা আল্লাহর বাণীবাহক, যারা জ্বিন ও মানুষ জাতি থেকে ভিন্ন নূরের তৈরি একটা সৃষ্টি। তারা পানাহার করে না, তারা নারীও নয় পুরুষও নয়।
৩. দায়িত্ব ও কর্তব্যের তারতম্য অনুসারে ফেরেশতাদের ডানার সংখ্যা কম-বেশী দেয়া হয়েছে। তবে ফেরেশতাদের ডানার আকার-আকৃতি সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।
৪. হযরত জিবরাঈল আ.-এর ডানার সংখ্যা হযরত ছিল বলে হাদীসে প্রমাণ আছে। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে হৃদয়ীতে দু'বার দেখেছেন।

৫. আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করাও ফেরেশতাদের দায়িত্বে রয়েছে।
৬. আল্লাহ যেহেতু সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, তাই ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি যখন, যা, যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন।
৭. আল্লাহ যদি কোনো মানুষকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তাহলে তাকে ক্রমে রাখার সাধ্য কারো নেই। অপরদিকে তিনি যদি কারো নিয়ামত দান বন্ধ রাখেন, তবে তা চালু করার কারো ক্ষমতা নেই।
৮. আল্লাহ কাউকে নিয়ামত দিলে তা ন্যায় ইনসাফ ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে দেন; আবার কাউকে সীমিত নিয়ামত দান করলেও তা ন্যায়, ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই তা করেন।
৯. আসমান ও যমীন থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো প্রাণীর রিযিক-এর ব্যবস্থা করতে পারেন না। অতএব ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী-ও কেউ হতে পারে না।
১০. আল্লাহ বিরোধী শক্তি সকল নবী-রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল; আর নবী-রাসূলদের দাওয়াত নিয়ে যারাই দাঁড়াবে, তাদেরকেও আল্লাহ বিরোধী শক্তি মিথ্যা সাব্যস্ত করবে—এটাই স্বাভাবিক।
১১. কারা সত্যের ওপর রয়েছে, আর কারা মিথ্যার ওপর, তার চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ-ই করবেন। কারণ তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।
১২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা অকাটা সত্য। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ সংশয় করা যাবে না।
১৩. দুনিয়ার জীবনের মোহে পড়ে আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা ভুলে যাওয়া যাবে না। আখিরাতে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করেই জীবন যাপন করতে হবে।
১৪. দুনিয়ার জীবনের ছোট থেকে ছোট কাজের হিসাবও আল্লাহর কাছে দিতে হবে, এটা সদা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।
১৫. মানুষের চিরশত্রু শয়তান সম্পর্কে মানুষকে সদা-সচেতন থাকতে হবে, তাহলেই তাঁর ধোঁকা থেকে বাঁচা সহজ হবে।
১৬. শয়তান তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্যই যাবতীয় প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং তার সকল প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।
১৭. মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াতকে অস্বীকারকারীদের জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তি-নির্ধারিত রয়েছে।
১৮. মু'মিন সংকর্মণীল লোকদের জন্য আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রমা ও আশাতীত পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে।





সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-১৪  
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿أَفَمِنْ زَيْنٍ لَدَىٰ سَوَاءٍ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَ

৮. তবে<sup>১৫</sup> কি যাকে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করে দেখান হয়েছে এবং সে তা ভালো মনে করে নিয়েছে<sup>১৬</sup>। সে কি তার সমান, যে মন্দকে মন্দ বলে জানে? তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে নিশ্চিত গুমরাহ করেন এবং

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

যাকে তিনি চান হিদায়াত দান করেন; অতএব হে নবী! আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেদের ধ্বংস করে দেবেন না<sup>১৭</sup> আল্লাহ অবশ্যই ভালোভাবে অবগত

- সَوَاءٌ ; তার-لَهُ ; -তবে কি যাকে ; -أَفَمِنْ-তবে কি যাকে ; -زَيْنٌ-শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে ; -فَرَأَاهُ-এবং সে তা মনে করে মন্দ ; -عَمَلِهِ-তার কাজকে ; -فَرَأَاهُ-এবং সে তা মনে করে নিয়েছে ; -حَسَنًا-ভালো (সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ বলে জানে?) -فَإِنَّ-তবে নিশ্চিত ; -اللَّهُ-আল্লাহ ; -يُفْضِلُ-গুমরাহ করেন ; -مَنْ-যাকে, তাকে ; -يَشَاءُ-চান ; -و-এবং ; -فَلَا تَذْهَبْ-হিদায়াত দান করেন ; -مَنْ-যাকে ; -يَشَاءُ-তিনি চান ; -نَفْسُكَ-অতএব হে নবী! আপনি ধ্বংস করে দেবেন না ; -إِنَّ اللَّهَ-অবশ্যই ; -عَلِيمٌ-আপনার নিজেকে ; -حَسْرَتٍ-আক্ষেপ করে ; -إِنَّ اللَّهَ-অবশ্যই ; -عَلِيمٌ-আল্লাহ ; -ভালোভাবে অবগত ;

১৫. এখান থেকে সেসব গুমরাহ নেতাদের কথা বলা হচ্ছে যারা মনের সন্তোষ সহকারে নিজেরা গুমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এর আগে সাধারণ জনগণের কথা বলা হয়েছিল।

১৬. অর্থাৎ যারা খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তাকে ভালো মনে করেই, এ জাতীয় লোকের অভ্যাস ও মন-মানসিকতাই বিগড়ে গেছে। এ জাতীয় লোকের ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। গুনাহের জীবন তার কাছে প্রিয় ও গৌরবময়। নেক কাজকে সে ঘৃণার চোখে দেখে এবং অসৎ কাজকে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি মনে করে। সৎ মানসিকতা ও তাকওয়া পরহেযগারীকে সে সেকেলে মানসিকতা বলে উপহাস করে। সৎপথে চলা ও সৎপন্থা অবলম্বন করাকে সে বোকামী মনে করে ; অপরদিকে অসত্য-অসৎ পথে চলা, চালবাজী, শঠতা ও প্রতারণা করে চলতে পারাটাকে সে সঠিক পন্থা বলে মনে করে। এ ধরনের লোকের পেছনে লেগে থাকা অর্থহীন। কারণ এদেরকে কোনো উপদেশ দেয়া কার্যকর হতে পারে না। সত্যের পথে আহ্বানকারীদের শ্রম, মেধা ও অর্থ এসব লোকের পেছনে ব্যয় করা ঠিক নয়। অপর দিকে এমন লোকও আছে, যাদের বিবেক

بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَهُ

সে সম্পর্কে, যা তারা করছে<sup>১৮</sup>। ৯. আর আল্লাহ তো তিনিই, যিনি বাতাসকে পাঠান,  
তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে এবং আমি তাকে পরিচালিত করি

إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝

এক মৃত ভূখণ্ডের দিকে, অতপর আমি তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর (শুকিয়ে যাওয়ার)  
পর সঞ্জীবিত করে দেই; একইভাবে হবে (মানুষের) পুনরুত্থান<sup>১৯</sup>।

- الَّذِي; আল্লাহ তো; وَاللَّهُ; আর; ۝-তার করা; يَصْنَعُونَ; সে সম্পর্কে; بِمَا-  
তিনি যিনি; أَرْسَلَ; পাঠান; الرِّيحَ; বাতাসকে; فَتُثِيرُ; (ফ+থির)-তার তা সঞ্চালিত  
করে; سَحَابًا; মেঘমালাকে; فُسْقَنَهُ; (ফ+সقنا+ه)-এবং আমি তাকে পরিচালিত  
করি; إِلَىٰ-দিকে; بَلَدٍ; এ ভূখণ্ডের; مَّيِّتٍ; মৃত; فَأَحْيَيْنَاهُ; (ফ+احيينا)-অতপর আমি  
সঞ্জীবিত করে দেই; الْأَرْضَ; তা দ্বারা; بَعْدَ; পর; مَوْتِهَا; (ম+ها)-  
তার মৃত্যুর; النُّشُورُ; (মানুষের) পুনরুত্থান; كَذَٰلِكَ; একইভাবে হবে।

এখনো একেবারে মরে যায়নি। তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হলেও তারা মন্দকে মন্দ বলেই জানে  
এবং নিজে স্বীকার করে যে, সে যা কিছু করছে তা খারাপ। এ ধরনের লোকের ওপর উপদেশ  
কার্যকর হতে পারে এবং এসব লোক কখনো বিবেকের তাড়নায়ও সঠিক পথে ফিরে আসতে  
পারে। কারণ তার শুধু মাত্র অভ্যাস-ই বিগড়ে গেছে। বিবেক তার এখনো ঠিক আছে।

১৭. অর্থাৎ যেসব লোক এতদূর বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছে যে, মন্দকে  
তারা মন্দ তো মনে করেই না; বরং ভালো মনে করে তাতে ডুবেই থাকতে ভালোবাসে,  
তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাতেই ডুবে থাকার সহজ সুযোগ করে দেন। এ জাতীয়  
লোককে হিদায়াতের পথে আনা রাসূলের কাজ নয়। কাজেই তাদের ব্যাপারে সবার করতে  
হবে। এদের জন্য দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। এদের হিদায়াতের মালিক আল্লাহ  
তা'আলা। চাইলে তিনি কাউকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন; আবার চাইলে তাদেরকে  
ভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. ওমর ইবনে খাতাব অথবা আবু  
জেহেল—এ দু'জনের একজনকে হিদায়াত দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য  
আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর ইবনে খাতাব রা.-এর  
ব্যাপারে তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের খুঁটি হিসেবে  
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে আবু জেহেল তার পথ ভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা কোনো সাধারণ লোক  
ছিল না। তারা ছিল আরবের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ। আর তাদের কথা সাধারণ জনগণের  
সামনে বলা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা এ জাতীয় নেতা- নেতৃর পেছনে চলো না, কারণ  
এদের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। এদের ওপর আল্লাহর লান'নত পড়েছে।

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾

১০. যে সম্মান চায়, তবে (তার জানা উচিত) সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্যই<sup>২০</sup>,  
তাঁরই নিকট উঠে যায় উত্তম বাক্যসমূহ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ

এবং সৎকাজ তাকে ওপরে উঠায়<sup>২১</sup>; আর যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে<sup>২২</sup>,  
তাদের জন্য রয়েছে

﴿مَنْ-যে; كَانَ-চায়; الْعِزَّة-সম্মান; فَلِلَّهِ-তবে (তার জানা উচিত) একমাত্র আল্লাহর জন্যই; الْعِزَّة-সম্মান; جَمِيعًا-সমস্ত; إِلَيْهِ-তাঁরই নিকট; يَصْعَدُ-উঠে যায়; الْكَلِمُ-বাক্যসমূহ; الطَّيِّبُ-উত্তম; وَ-এবং; الْعَمَلُ-কাজ; الصَّالِحُ-সৎ; يَرْفَعُهُ-তাকে উঠায়; وَالَّذِينَ-আর; يَمْكُرُونَ-ষড়যন্ত্র করে; السَّيِّئَاتِ-মন্দ কাজের; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে;﴾

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাদের এসব ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সম্পর্কে সব খবর রাখেন; সুতরাং তারা এসব অপকর্মের শাস্তি অবশ্যই পাবে। এ বাক্যে দীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

১৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের সামনে মৃত যমীন যেমন বৃষ্টি পেয়ে জেগে উঠে, তেমনি আখিরাতেও মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। অতপর তাদেরকে জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। অথচ এ মূর্খেরা আখিরাতকে অসম্ভব মনে করছে। তাদের ধারণা, আমরা দুনিয়াতে যা কিছুই করি না কেন, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

২০. অর্থাৎ কেউ যদি সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করতে চায়, তাহলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আয়ত্বে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং সম্মান পাওয়ার আশায় যাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। স্বরণীয় যে, কুরাইশ সরদাররা রাসূলুল্লাহ স. তথা ইসলামের মুকাবিলায় যা কিছুই করছিল, তা ছিল তাদের ইয্যত ও মর্যাদা রক্ষার খাতিরে। তারা ধারণা করতো যে, মুহাম্মাদ স.-এর কথা মেনে নিলে তাদের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে যাবে। তামাম আরবে তাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মাটিতে মিশে যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মর্যাদা যা তোমরা তৈরী করে রেখেছো, তাতো ক্ষণস্থায়ী। আসল ও চিরস্থায়ী-মর্যাদা তো দু'টো পছায় অর্জিত হতে পারে—এক, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলীর জ্ঞান অর্জনে এবং দুই, সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। অর্থাৎ অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস ও শরীয়তের অনুসরণে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আসল ও স্থায়ী মর্যাদা অর্জিত হতে পারে।

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۖ ۝۵۱ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تَرَابٍ

কঠোর শাস্তি ; এবং তাদের ষড়যন্ত্র—তা ধ্বংস হবেই । ১১. আর আল্লাহ<sup>১০</sup>

তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে

তা-তা ; مُو-তাদের ; أُولَٰئِكَ-ষড়যন্ত্র ; مَكْرُ-এবং ; وَ-কঠোর ; شَدِيدٌ-শাস্তি ; عَذَابٌ-সৃষ্টি করেছেন ; (خلق+কম)-خَلَقَكُمْ ; আল্লাহ-اللَّهُ ; আর-وَ ۝১১) ; يُبَوِّرُ-ধ্বংস হবেই ; تَرَابٍ-মাটি ; مِن-থেকে ;

২১. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র সৎকাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় পৌছায়। কিন্তু এর উপায় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করা। আল্লাহর দিকে আরোহণ করানো বা করার অর্থ হলো, আল্লাহর দরবারে তা কবুল হওয়া। কোনো সৎকাক্য বা যিকর-আযকার সৎকর্মের সহায়তা ছাড়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না তথা কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হলো আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা ব্যতীত ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা অন্য কোনো যিকর গ্রহণীয় নয়। আবার কোনো কর্ম নিছক তার বাহ্যিক আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সং হতে পারে না। যতক্ষণ না তার পেছনে থাকে সং আকীদা-বিশ্বাস। কোনো আকীদা-বিশ্বাসও সং ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের কাজ তার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার সত্যতা প্রমাণ করে। অতএব মুখে মুখে ‘আল্লাহকে এক ও লা শরীক বলে মানি’ একথা বলেও কেউ যদি কার্যত তার বিপরীত করে, তাহলে তার এ কাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। মুখে মুখে কেউ যদি ‘মদ হারাম’ বলে, কিন্তু কার্যত সে মদ পান করে, তাহলে তার একথা মানুষের নিকট-ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ; আর আল্লাহর দরবারে তো গ্রহণযোগ্য হবার প্রশ্নই উঠে না।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন করা এবং হারাম ও মাকরুহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক, আল্লাহ তা‘আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে, কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না, অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকর ও কালিমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না ; বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে। তবে সে পরিপূর্ণ কবুলিয়াত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটির পরিমাণ আযাব ভোগ করবে।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা‘আলা কোনো কথাকে কাজ ছাড়া ; কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে সুলভ অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না।—(কুরতুবী)

২২. অর্থাৎ বাতিলের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং প্রতারণা ও মনোমুগ্ধকর যুক্তি খাড়া করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায় ; সত্য ও হকের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য যত প্রকার মন্দ ব্যবস্থা আছে, তার সবই অবলম্বন করে।

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ

অতপর শুক্র থেকে<sup>২৪</sup>, তারপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া ; আর কোনো নারী গর্ভও ধারণ করে না ও সন্তান প্রসবও করে না

إِلَّا يَعْْلَمُهُ مِمَّا يُمْرَرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

তার অবগতি ছাড়া ; আর কোনো বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়িয়েও দেয়া হয় না এবং তার বয়স থেকে কমিয়েও দেয়া হয় না, কিন্তু তা (লিপিবদ্ধ) থাকে একটি কিতাবে<sup>২৫</sup>;

(- جعل+কম)-جَعَلَكُمْ ; -তারপর ; ثُمَّ- ; -শুক্র ; نُطْفَةٍ- ; -থেকে ; مِنْ- ; -অতপর ; ثُمَّ- তোমাদেরকে করেছেন ; -জোড়া জোড়া ; أَزْوَاجًا- ; -আর ; وَ- ; -গর্ভও ধারণ করে না ; -কোনো ; مِنْ- ; -নারী ; أُنْثَى- ; -ও ; وَ- ; -সন্তান প্রসবও করে না ; -কোনো ; مِنْ- ; -আর ; وَ- ; -তার অবগতি ছাড়া ; يَعْْلَمُهُ- ; -বয়স বয়স ; مِمَّا يُمْرَرُ- ; -এবং ; وَ- ; -বয়স্ক ব্যক্তির ; مَعْمَرٍ- ; -কোনো ; مِنْ- ; -কমিয়েও দেয়া হয় না ; -কিন্তু ; إِلَّا- ; -তার বয়স ; عُمُرِهِ- ; -থেকে ; مِنْ- ; -কিতাবে ; كِتَابٍ- তা (লিপিবদ্ধ) থাকে একটি কিতাবে ;

২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষকে সন্বোধন করেছেন এবং তাদের সৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২৪. অর্থাৎ প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করা হয় মাটি থেকে। অতপর মানব বংশ বিস্তার করা হয়, শুক্র বা বীর্ষ থেকে ; এ পদ্ধতিতেই কিয়ামত পর্যন্ত বংশ বিস্তার চালু থাকবে।

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করলে তা যেমন লাওহে মাহফুযে লিখিত থাকে, তেমনি কাউকে স্বল্প জীবন দান করলে তা-ও সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথা বলা হয়নি ; বরং গোটা মানব জাতির সকল সদস্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, কাউকে দান করা হয় স্বল্প জীবন।-(ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে)

কারো কারো মতে, যদি বয়স কম-বেশী হওয়া ধরেও নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স যা আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন, তা নিশ্চিত, কিন্তু এ নির্দিষ্ট বয়স থেকে একদিন অতিবাহিত হলে, একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনভাবে প্রতিদিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার বয়সকে হ্রাস করতে থাকে।-(ইবনে যোবায়ের, আবু মালেক, আতিয়া ও সুদী থেকে রুহুল মা'আনী)

আবু দারদা রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি ইরশাদ করেন—আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট বয়স শেষ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না ; তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে সৎকর্মশীল সন্তান-সন্ততি দান করেন, যারা তার মৃত্যুর পরও তার জন্য

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ

নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ<sup>২৬</sup> । ১২. আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়<sup>২৭</sup> ;  
এটাতো সুমিষ্ট পিপাসা নিবারণকারী

سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

তা পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত কটু স্বাদবিশিষ্ট ; আর তোমরা প্রত্যেকটি  
থেকে তরতাজা গোশত খেয়ে থাক<sup>২৮</sup> এবং

وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ تَبْتَغُوا

তোমরা বের করে নাও অলংকার যা তোমরা পরিধান কর<sup>২৯</sup> ; আর তুমি দেখতে পাও  
তাতে বুক চিরে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজ যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পার

১২. - وَ-অতিসহজ ; اللَّهُ-আল্লাহর ; عَلَى-পক্ষে ; ذَلِكَ-এটা ; -নিশ্চয়ই ;  
-আর ; يَسْتَوِي-সমান নয় ; الْبَحْرَانِ-সমুদ্র দু'টি ; هَذَا-এটাতো ; عَذَبٌ-সুমিষ্ট ;  
-তা পান করা ; (شَرَابُهُ)-শ্রাব+ ; سَائِغٌ-সহজ ; -পিপাসা নিবারণকারী ; فُرَاتٌ-  
-আর ; مِنْ-থেকে ; -আর ; -কটু স্বাদ বিশিষ্ট ; أُجَاجٌ-লবণাক্ত ; -অপরটি ; هَذَا-  
-তরতাজা ; طَرِيًّا-গোশত ; تَاكُلُونَ-তোমরা খেয়ে থাক ; -প্রত্যেকটি ;  
-তোমরা বের করে নাও ; حَلِيَّةٌ-অলংকার ; تَلْبَسُونَهَا-  
-তোমরা পরিধান কর ; -আর ; وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখতে পাও ; الْفُلْكَ-  
-নৌকা-জাহাজ ; فِيهِ-তাতে ; مَوَازِيرَ-বুক চিরে চলাচলকারী ; تَبْتَغُوا-  
তোমরা খুঁজে নিতে পার ;

দোয়া করতে থাকে । সে জীবিত না থাকলেও কবরে থেকেও তাদের দোয়া পেতে থাকে ।  
ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল । সারকথা হলো—বয়স বাড়ার অর্থ বয়সের বরকত  
ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া ।

২৬. অর্থাৎ অগণিত অসংখ্য মানুষ ছাড়া ও অসংখ্য প্রকারের প্রাণীর জন্য যাবতীয়  
বিধান দেয়া এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ কাজ ।

২৭. অর্থাৎ একটি হলো লবণাক্ত সমুদ্রের পানি এবং অপরটি হলো—বৃষ্টির পানি  
যা খাল, বিল, নদী-নালা ইত্যাদি দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই মিষ্টি পানি ।

২৮. অর্থাৎ পানিতে বসবাসরত প্রাণীর গোশত তথা মৎস জাতীয় প্রাণীর গোশত ।

২৯. অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরিত মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও হীরা ইত্যাদি, যা  
মানুষ দেহের শোভা বর্ধনের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে ।

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ

তার অনুগ্রহ থেকে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং দিনকে প্রবেশ করিয়ে দেন

فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٨﴾

রাতের মধ্যে<sup>১০</sup> ; আর তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সূর্য ও চন্দ্রকে<sup>১১</sup> প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ

ইনিই তো তোমাদের আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই; আর তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তারা মালিক নয়

مِنْ قَاطِرٍ ﴿١٩﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا

খেঁজুরের আঁটির একটি পাতলা আবরণেরও<sup>১২</sup>। ১৪. যদি তোমরা তাদেরকে ডেকেও থাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না ; আর যদি শুনেও থাকে,

থেকে ; -مِنْ- (ফضل+)-তাঁর অনুগ্রহ ; -و- এবং ; -لَعَلَّكُمْ- যাতে তোমরা ; -الَّيْلَ- রাতকে ; -تَشْكُرُونَ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১৩. -يُؤَلِّجُ- তিনি প্রবেশ করিয়ে দেন ; -النَّهَارَ- দিনকে ; -فِي- মধ্যে ; -الشَّمْسَ- সূর্য ; -وَسَخَّرَ- তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ; -الْقَمَرَ- চন্দ্রকে ; -كُلٌّ- প্রত্যেকে ; -يَجْرِي- চলতে থাকবে ; -لِأَجَلٍ مُّسَمًّى- একটি সময় পর্যন্ত ; -ذَلِكُمْ- ইনিইতো তোমাদের ; -اللَّهُ- আল্লাহ ; -رَبُّكُمْ- তোমাদের প্রতিপালক ; -وَالَّذِينَ- আর ; -تَدْعُونَ- তাঁরই ; -الْمُلْكُ- সার্বভৌমত্ব ; -مِنْ دُونِهِ- তোমাদের ডাক ; -يَدْعُونَ- তোমরা ডাক ; -وَالَّذِينَ- তাদেরকে ; -ذَلِكَ- তা ; -يَمْلِكُونَ- তারা মালিক নয় ; -مِنْ قَاطِرٍ- খেঁজুরের আঁটির একটি পাতলা আবরণেরও ; -إِنْ- যদি ; -تَدْعُوهُمْ- (তদعوا+হম)-তোমরা তাদেরকে ডেকেও থাক ; -لَوْ- আর ; -سَمِعُوا- তারা শুনবে না ; -دُعَاءَكُمْ- (দعاء+কম)-তোমাদের ডাক ; -و- আর ; -يَسْمَعُوا- শুনবে না ; -وَلَوْ- যদি ;

৩০. অর্থাৎ দিনের আলো স্তিমিত হয়ে যায় এবং অন্ধকার রাত এসে দিনকে ঢেকে নেয়। আবার উষার আগমনে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে এবং দিনের স্বচ্ছ আলো রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেয়।

مَا اسْتَجَابُوا لِكُرِّهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا يَنْبُئُكَ

তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না<sup>৩৩</sup>; আর কিয়ামতের দিন তারা অস্বীকার করবে তোমাদের শিরক করাকে<sup>৩৪</sup>; আর কেউ তোমাকে সঠিক খবর দিতে পারে না

مِثْلَ خَبِيرٍ

সর্বজ্ঞ আল্লাহর মতো।<sup>৩৫</sup>

مَا-তারা সাড়া দেবে না ; كُرِّهِمْ-তোমাদের ডাকে ; وَيَوْمَ-দিন ; الْقِيَمَةِ-কিয়ামতের ; يَكْفُرُونَ-তারা অস্বীকার করবে ; بَشْرِكُمْ-(ب+شرك+কম)-তোমাদের শিরক করাকে ; وَلَا يَنْبُئُكَ-কেউ তোমাকে সঠিক খবর দিতে পারবে না ; مِثْلَ-মতো ; خَبِيرٍ-সর্বজ্ঞ আল্লাহর ।

৩১. অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে একের পর এক আবর্তনের নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। সেই নিয়ম অনুসারে তারা আবর্তিত হয়েই চলছে।

৩২. অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা মূশরিকরা যেসব মূর্তি বিগ্রহকে দেবতা জ্ঞানে পূজা-উপাসনা করছ, তারা তো সামান্যতম বস্তুরও মালিক নয়।

৩৩. অর্থাৎ তোমরা দেব-দেবীর বা নবী ও ফেরেশতার উপাসনা কর, তাদের তো শোনার যোগ্যতাই নেই। নবী বা ফেরেশতার শোনার যোগ্যতা আছে বলে ধরে নেয়া হলেও তারা তো উপস্থিত নেই এবং তোমাদের আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার কোনো ক্ষমতা-ই তাদের নেই। কোনো লোক যদি তার দরখাস্ত কোনো এমন ব্যক্তির কাছে পাঠায়, যে শাসক নয়, অথচ শাসক ছাড়া তার আবেদন বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব উক্ত ব্যক্তির আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৩৪. অর্থাৎ তোমরা যেসব উপাস্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ, তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, আমরা তো এদেরকে কখনো বলিনি আমাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার জন্য। তারা যে আমাদের উপাসনা করেছে এবং আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে সম্পর্কে আমরা জানতাম-ই না। তাদের কোনো প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি। তাদের কোনো উপহার উপঢৌকনও আমাদের কাছে পৌঁছেনি। সুতরাং আমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই হবে তাদের উপাস্যদের বক্তব্য।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা-ই সর্বজ্ঞ তথা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। তোমাদের উপাস্য মা'বুদদের কতটুকু ক্ষমতা আছে তার সঠিক বিবরণ একমাত্র তিনিই তোমাদেরকে দিতে পারেন। তিনি-ই বলছেন যে, তোমাদের এসব উপাস্য মা'বুদদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই।



## ২য় কক্ব' (৮-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যেসব অপরাধী মন্দকে মন্দ বলে জানে, কিন্তু অভ্যাস বশত এখনও তা ত্যাগ করে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারছে না, এমন লোকদেরকে বুঝাতে পারলে পরিতুদ্ধ হওয়ার আশা করা যায়। কারণ এদের বিবেক এখনও জাগ্রত।

২. যেসব অপরাধী মন্দকে ভাল মনে করেই তাতে লিপ্ত হয় এ জাতীয় অপরাধীদের সংশোধনের আশা সুদূর পরাহত। কারণ এদের বিবেক একেবারেই মরে গেছে। সুতরাং এদের হিদায়াত করার জন্য সময় ব্যয় করা ফলপ্রসূ হয় না।

৩. অপরাধীদের সকল অপরাধ সম্পর্কেই আল্লাহ ভালোভাবে অবহিত। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা বাতাসের দ্বারা মেঘমালাকে পরিচালিত করে শুষ্ক যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মৃত যমীনকে জীবিত করেন। যার ফলে শুষ্ক-মৃত যমীন জীবিত হয়ে সুজলা-সুফলা হয়ে উঠে।

৫. একইভাবে মানব জাতির আদি-অন্ত সকলেই আল্লাহর হুকুমে হাশরের দিন জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

৬. মানুষের উচ্চারিত সংকথাসমূহ সংকর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়; কিন্তু অসৎ বাক্যগুলো উর্ধে উঠার ক্ষমতা রাখে না, তাই তাদের কোনো মর্যাদা আল্লাহর নিকট নেই।

৭. কাউকে সম্মানিত করা বা মর্যাদাবান করার ক্ষমতা ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে। সুতরাং প্রকৃত সম্মান-মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হওয়ার মধ্যস্থি নিহিত রয়েছে।

৮. আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে সে অনুসারে কাজ ছাড়া, কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া, কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে (রাসুলের) সুনুত তথা পদ্ধতি ছাড়া গ্রহণ করেন না।

৯. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র বা কুট-কৌশল অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক অনুসারী হতে হবে।

১০. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা আখিরাতে কঠোর শাস্তি পাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১১. প্রথম মানুষকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের সৃষ্টিধারা শুক্র থেকেই চলে আসছে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

১২. কোনো নারীর গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব কোনটাই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে হতে পারে না। দুনিয়াতে কোনো ঘটনাই আল্লাহর অবগতি ছাড়া ঘটে না।

১৩. দুনিয়ার সকল প্রাণীর জীবনকাল আল্লাহ কর্তৃক লাওহে মাহফুযে নির্ধারিত। এতে কম-বেশী করার ক্ষমতা কারো নেই।

১৪. কোনো কোনো কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়া বা বয়স কমে যাওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো নির্ধারিত বয়সেই তার চেয়ে অধিক বয়সের বরকত ও কল্যাণ লাভ করা; আর নির্ধারিত বয়সের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া অর্থই হলো বয়স কমে যাওয়া।

১৫. অগণিত-অসংখ্য মানুষ ও অন্যসব প্রাণীর বয়সের সঠিক হিসাব পরিচালনা করা আল্লাহর জন্য কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

১৬. আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন তো আমাদের সামনে অনেক রয়েছে। যেমন মিষ্টি ও সুপেয় পানি এবং লোনা ও কটুস্বাদ বিশিষ্ট পানির দুটো উৎস।

১৭. উভয় প্রকার পানি থেকে আমাদের পুষ্টির অন্যতম উপকরণ জলজ প্রাণীর গোশত পাওয়াও আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন।

১৮. সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত দামী মুজা, হীরক ও স্বর্ণ প্রভৃতি সৌন্দর্যের উপকরণ আমরা পেয়ে থাকি—এতেও আমাদের জন্য আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে।

১৯. নদী-সমুদ্রে যে পরিবহন ব্যবস্থা তথা নৌকা-জাহাজের চলাচলের মধ্যেও রয়েছে আমাদের জন্য আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

২০. আল্লাহর ক্ষমতা-কুদরতের নিদর্শন রয়েছে রাত-দিনের আবর্তনের মধ্যে। অজানা কাল থেকেই ব্যতিক্রমহীন রাত-দিনের আবর্তন হচ্ছে।

২১. আরও নিদর্শন রয়েছে চন্দ্র-সূর্যের পরিভ্রমণের মধ্যে। এরাও আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত সময়-কাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

২২. উল্লিখিত নিদর্শনই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ-ই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌমত্বের মালিক।

২৩. আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মানুষ উপাস্য ও সার্বভৌমত্বের মালিকানায় অংশীদার মনে করে, তারা খেজুরের আঁটির ওপরের পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।

২৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করে আনুগত্য করে, তারা কিয়ামতের দিন তা অস্বীকার করবে এবং সেদিন তারা মুশরিকদের সাথে কোনো সম্পর্কের কথাই স্বীকার করবে না।

২৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩  
পারা হিসেবে রুকু'-১৫  
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٥٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

১৫. হে মানুষ ! তোমরাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী<sup>৩৬</sup> আর আল্লাহ—তিনি হলেন  
অভাবমুক্ত সর্বগুণে গুণাবিত<sup>৩৭</sup>।

﴿٥٥﴾ إِنْ يَشَاءِ يُهَيِّئْ لَكُم مِّن دُونِهَا مَخْرَجًا ۖ وَمَا لَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٥٦﴾

১৬. যদি তিনি চান তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং (তোমাদের জায়গায়) এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন। ১৭. আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।<sup>১৬</sup>

৫৫) اللَّهُ -কাছে; إِلَى -মুখাপেক্ষী; الْفُقَرَاءُ -তোমরাই; أَنْتُمْ! -মানুষ; النَّاسُ -হে; يَايُهَا  
 -الْحَمِيدُ; الْغَنِيُّ -অভাবমুক্ত; هُوَ -তিনি হলেন; اللَّهُ -আল্লাহ; وَ -আর; -আল্লাহর  
 - (يَذْهَبُ + كُمْ) -يُذْهِبُكُمْ; -তিনি চান; يَشَاءُ; -যদি; اِنْ ৫৬)।  
 -এক (ب + خَلَقَ) -بَخَلَقَ; -আসবেন; يَأْتِ -এবং; وَ -তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন;  
 اللَّهُ -জন্য; عَلَى; -এটা; ذَلِكَ; -মোটেই নয়; مَا; -আর; وَ ৫৭)।  
 -কঠিন; يَعْزِيزُ -আল্লাহর।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তোমরা সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষী। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ও সর্বপ্রশংসিত। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মানুষ তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে না নিলে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা কত্থে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে। অথবা মানুষ তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী না করলে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই তিনি এতটুকুর জন্য তাঁর সৃষ্টিকুলের কাছে মুখাপেক্ষী—এমনও নয়। বরং মানুষই তার জীবনের জন্য তথা সৃষ্টি প্রবৃদ্ধি ও স্থিতির জন্য সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষী। তাই মানুষকে তাঁর ইবাদাত-আনুগত্য করার নির্দেশ তাদের নিজেদের কল্যাণেই—এতে আল্লাহর কোনো কল্যাণ নেই। এ ইবাদাত-আনুগত্যের ওপরই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্ভরশীল। তা না হলে মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করবে, আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ কারো সাহায্যের বা কারো থেকে উপকার লাভের মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার মানুষ প্রচুর সম্পদের মালিক হলে ‘গনী’ হতে পারে; কিন্তু সে কারো না কারো কাছে মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তার সম্পদ দ্বারা কারো উপকার সাধিত না হলেও সে ‘গনী’-ই থাকতে পারে। এমতাবস্থায় সে কোনো প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হয় না। আল্লাহ সকল সম্পদের মালিক, তাঁর সম্পদ দ্বারা জীব ও জড় জগত সবাই উপকৃত। সকল সৃষ্টি-ই তাঁর সম্পদের উপর নির্ভরশীল—সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি নিজেই তার জন্য প্রশংসিত। কিন্তু এ প্রশংসা পাওয়ার জন্যও মুখাপেক্ষী নন। তাই তিনি ‘হামিদ’।

﴿٥٦﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْمِهَا لَا يَحْمِلْ

১৮. আর কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না<sup>৩৩</sup>; আর যদি কোনো বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি (কাউকে) ডাকে তা (তার বোঝা) বহন করতে (তবে) কিছুই বহন করা হবে না

অ-আর; وَآخِرُ -বোঝা বহনকারী; وَزَرَ -বোঝা বহন করবে না; لَا تَزُرُ -আর; وَ-অপরের; ان-যদি; تَدْعُ -ডাকে (কাউকে); مَثْقَلُهُ -বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি; الْجَنَى -জন্ম; حَمْلَهَا -(হা+حمل)-তা (বোঝা) বহন করতে; لَا يُحْمِلُ -(তবে) বহন করা হবে না;

৩৮. অর্থাৎ তোমরা অবাধ্য হলে তোমাদের স্থলে অন্য কোনো সৃষ্টি বা অন্য কোনো জাতিকে বসিয়ে দেয়া আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। তিনি একটি মাত্র ইশারা করলেই তোমাদের স্থলে অন্য একটি জাতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অতএব নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হও। কারণ কোনো জাতির অপকর্মের ফলে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির ফায়সালা হয়ে যায়, তখন দুনিয়াতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে।

৩৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের গুনাহের বোঝা বহন করবে না। কেউ নিজের অপরাধের দায়ভার অন্যের উপর চাপাতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবুতের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে—

وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ-

অর্থাৎ, “তারা তো বহন করবে নিজেদের অপরাধের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা,” এখানে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে তারা নিজেদের অপরাধের বোঝা বহন করবেই, তৎসঙ্গে আরও কিছু বোঝা বহন করবে, তবে সেগুলো তাদের বোঝা হবে না যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছিল, বরং সে বোঝাগুলো হবে অন্যদের পথভ্রষ্ট করার অপরাধের বোঝা। সুতরাং উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন—কিয়ামতের দিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি দুনিয়াতে তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয়ই আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। আমার জন্য দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। অতপর পিতা বলবে—বৎস! আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী, তোমার নেকসমূহের মধ্য থেকে যদি তুমি সামান্য কিছু নেক আমাকে দিয়ে দাও, তাতে আমি মুক্তি পেয়ে যাব। পুত্র বলবে—পিতা! আপনি তো সামান্য জিনিসই চেয়েছেন; কিন্তু পিতা, আমি কি করব, আমি যদি আমার নেকী থেকে আপনাকে কিছু দিয়ে দেই তবে আমার অবস্থাও আপনার মত হয়ে যাবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে ব্যক্তি তার ভ্রীর কাছে গিয়ে অনুরূপ নেকী চাইবে, কিন্তু সে-ও পুত্রের মতই জবাব দেবে।

مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

তা থেকে কোনো কিছু, যদিও সে হয় নিকটাত্মীয়ঃ; আপনি তো শুধুমাত্র তাদেরকে সতর্ক করতে পারেন যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্য সত্ত্বও ভয় করে

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَمِنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

এবং নামায কায়েম করে<sup>১১</sup>; আর যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তবে সে শুধুমাত্র তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই পরিশুদ্ধ করে; আর আল্লাহর নিকটই (সকলের) প্রত্যাবর্তন।

﴿٥٥﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ﴿٥٧﴾ وَلَا الظِّلُّ

১৯. আর সমান নয় অক্ষ ও চক্ষুস্থান। ২০. আর না (সমান) অক্ষকার ও না আলো।

২১. এবং না (সমান) ছায়া

وَلَا الْحَرُورُ ۖ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

ও না রৌদ্র । ২২. আর সমান নয় জীবিতরা ও না মৃতরা<sup>৪২</sup> ; নিশ্চয়ই আব্দাহ

নিকটাত্মীয়; ذَا قُرْبَىٰ - সে হয় ; وَكَوْنُ - যদিও ; كَيْفَ - কোনো কিছু ; تَنْهَ - তা থেকে ; اِنَّمَا - শুধুমাত্র ; تُنْذِرُ - আপনি তো সতর্ক করতে পারেন ; الَّذِينَ - তাদেরকে , যারা ; بَالٍ (+ال) - بالغیب ; بِالْفَغِيبِ - তাদের প্রতিপালককে ; رَبِّهِمْ - (রব+হম)-ভয় করে ; يَخْشَوْنَ - (অদৃশ্য সম্বন্ধে) - مَنْ - আর ; وَالصَّلَاةِ - নামায ; اِقَامُوا - এবং ; وَ- অদৃশ্য সম্বন্ধে ) - غِيب - যে কেউ ; تَزَكَّى - পরিশুদ্ধ করে ; فَاِنَّمَا - তবে শুধুমাত্র ; يَتَزَكَّى - সে পরিশুদ্ধ করে ; اللَّهُ - নিকটই ; اِلَى - আর ; وَ- তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই ; لِنَفْسِهِ - (ل+نفس+ه) - الْأَعْمَى - সমান নয় ; مَا يَسْتَوِي - আর ; وَ(১৯) - السَّكِينِ - সকলের প্রত্যাবর্তন ; آتَانَاهُمْ - অন্ধকার ; الظُّلُمَاتِ ; نَا - (সমান) ; الْوَلَا - আর ; وَ(২০) - الْحَصِيرِ - ও ; وَ- আলা ; النُّورِ - না ; وَ(২১) - الْحَرُورُ - জীবিত ; الْأَحْيَاءُ ; وَ- ও ; وَ(২২) - الْمَوْتَ - নিশ্চয়ই ; اِنَّ - اللَّهَ - আল্লাহ ;

৪০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অবস্থা যেখানে এমন হবে যে, নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও কেউ কারো সামান্যতম উপকার করতেও পারবে না বা করতে রাজী হবে না। সেখানে যারা দুনিয়াতে অন্যের গুনাহের দায়িত্ব নেয়ার স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে গুনাহ করার ছাড়পত্র দিয়ে চলছে এবং মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে তা অনুমেয়। তারা নিজেদের গুনাহের বোঝার ভার সহিতে পারবে না। অন্যের গুনাহের বোঝার ভার কিভাবে সহিবে।

يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنْتَ

শোনান যাকে চান ; আর আপনি তাদের শোনানে ওয়াল্লা নন,  
যারা (শায়িত) রয়েছে কবরে<sup>৪০</sup> । ২৩. আপনি তো নন

إِلَّا نَذِيرٌ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ

একজন সতর্ককারী ছাড়া (অন্য কিছু)<sup>৪১</sup> । ২৪. আমি অবশ্যই আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা  
হিসেবে ও সতর্ককারী হিসেবে ; আর ছিল না এমন কোনো উম্মত

- يُسْمِعُ-শোনান ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-আর ; مَا-না ; أَنْتَ-আপনি ; مُسْمِعٍ-শোনানেওয়াল্লা ; مَنْ-তাদের যারা ; فِي الْقُبُورِ-(শায়িত) রয়েছে কবরে । ২৩. إِنَّ-আপনি তো ; أُمَّةٍ-আমি  
(ب+আল+হু)-আপনাকে পাঠিয়েছি ; بِالْحَقِّ-(আরসলনা+ক)-সত্যসহ ; نَذِيرًا-সতর্ককারী হিসেবে ; وَ-ও ; مُسْمِعٍ-সুসংবাদদাতা হিসেবে ; أَنْ-ছিল না ; أُمَّةٍ-উম্মত ;

৪১. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্যের মস্তক নত রাখে, এমন লোকেরাই আপনার দেয়া উপদেশবাণী শুনতে পারে এবং আপনার সতর্কবাণী তাদের ওপর কার্যকর হতে পারে ।

৪২. আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দর উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক ব্যক্তি আল্লাহর কুদরতের অগণিত-অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে ডুবে থেকেও অন্ধ হয়ে আছে অর্থাৎ সে এসব নিদর্শনাবলী দেখেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছে না, সে নিজের অস্তিত্বে সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আল্লাহর একত্ববাদ তথা প্রকৃত সত্যের প্রতি ঈমান আনতেছে না— এমন ব্যক্তিকে অন্ধ ছাড়া আর কি বলা যায়? অপরদিকে অন্য ব্যক্তি যে তার চারিপাশে ও নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সামনে জবাবদিহিতার কথা অনুভব করে নবীর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে। অন্ধ ব্যক্তিটি নবীর হিদায়াতের আলো দেখতে পাচ্ছে না সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছে। আর চক্ষুস্থান ব্যক্তি নবীর জানানো হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে চলছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে, মুশরিক, কাফির ও নাস্তিক্যবাদীরা যে পথে চলছে, তা ধ্বংসের পথ। এ ব্যক্তি মু'মিন—এ মু'মিনের পথ ও কাফির-মুশরিকদের পথ কখনো এক হতে পারে না। এ দুনিয়াতে এ দু'দলের নীতিও এক হতে পারে না, তাই এদের উভয় দলের পরিণতিও এক হতে পারে না। দু'দলই মরে মাটি হয়ে যাবে। কাফির মুশরিকরা তাদের কুকর্মের শাস্তি পাবে না, মু'মিনরা তাদের ঈমান ও সৎকর্মের কোনো পুরস্কার পাবে না—এমন কখনো হতে পারে না। একদল আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী অপরদল জাহান্নামের অগ্নিতাপে দগ্ধ। এদের উভয়ের পরিণাম কেমন করে এক হবে? মু'মিনরা যেহেতু অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেচনা,

الْأَخْلَافِ مَا نَذِيرٌ ۖ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

যাদের মধ্যে আসেনি কোনো সতর্ককারী<sup>৪৫</sup>। ২৫. আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে নিঃসন্দেহে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল যারা ছিল তাদের আগে ;

جَاءَ تَمْرٌ سَلَمٌ بِالْبَيْنَتِ وَالزَّبْرُ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ ثُمَّ أَخَذَتْ

তাদের নিকট এসেছিলেন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ<sup>৪৬</sup> ও ক্ষুদ্র কিতাবসহ  
এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ<sup>৪৭</sup>। ২৬. অতপর আমি পাকড়াও করেছিলাম

ان ; آراء و (۲۵) । কোনো সতর্ককারী ; تَذِيرٌ-যাদের মধ্যে ; فِيهَا-আসেনি ; الْا-خَلَا  
-তবে فَقَدْ كَذَبَ ; আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; يَكْذِبُونَ(ك)-যদি ;  
নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; الَّذِينَ-তারার যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-ছিল তাদের  
আগে ; رُسُلُهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের নিকট এসেছিলেন ; جَاءَتْهُمْ ;  
তাদের রাসূলগণ ; بِالزُّبُرِ-ও ; وَ-স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; (ب+ال+بينت)-بِالْبَيِّنَاتِ  
-ثُمَّ (۲۬) । উজ্জ্বল ; الْمُنِيرِ-কিতাব সহ ; بِالْكُتُبِ-এবং ; وَ-ক্ষুদ্র কিতাবসহ ; (ال+زُبُرِ)  
অতপর : اخَذْتُ-আমি পাকড়াও করলাম ;

জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী ; তাই তারা জীবিত । অপরদিকে কাফির মুশরিকরা কুফরী ও শিরকের অন্ধকারে ডুবে আছে, তারা চেতনাহীন ; তাই তারা মৃত ।

৪৩. অর্থাৎ যাদের বিবেক মরে গেছে ; যাদেরকে আব্দাহর রাসূল সত্য দীনের দাওয়াত দেয়ার পরও তাদের বিবেক জ্বলিত হয় না। তারা রাসূলের কথা গুনতেই চায় না—এমন লোকদেরকে দীনের প্রতি হিদায়াত দান তাঁর সাধ্যের বাইরে ; কারণ তারা কবরে শায়িত মৃতদের সমান।

৪৪. অর্থাৎ আপনি একজন সতর্ককারী মাত্র। আপনার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেউ যদি সচেতন না হয়, বরং পথভ্রষ্টতায় ডুবে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। অন্ধদের পথ দেখাবার এবং বধিরদের শোনাবার দায়িত্ব আপনার নয়।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে শেষ নবী পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের সবাইকে কোনো না কোনো জাতি গোষ্ঠীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। দুনিয়াতে কোনো জাতি-গোষ্ঠি-ই এমন ছিল না, যাদের কাছে কোনো না কোনো সতর্ককারী তথা নবী-রাসূল পাঠানো হয়নি।

কুরআন মাজীদেবর অনেক স্থানেই একথা উল্লিখিত হয়েছে। সূরা রা'দেবর ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে—“প্রত্যেক কাওমেবর জন্যই রয়েছে পথপ্রদর্শক।”

সূরা হিজরের ১০ আয়াতে বলা হয়েছে—“আর আপনার আগে আমি পূর্ববর্তী অনেক সন্থাদায়ের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।”

# الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ

তাদেরকে যারা কুফরী করেছিল, সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব।

الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিল ; فَكَيْفَ-(ফ+কিফ)-সুতরাং কেমন ; كَانَ-ছিল ; نَكِيرُ-আমার আযাব।

সূরা শুআরা'র ২০৮ আয়াতে বলা হয়েছে—“আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যেখানে কোনো সতর্ককারী আসেনি।”

এখানে স্মরণীয় যে, প্রত্যেকটি জনপদে ও প্রত্যেকটি জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে নবী পাঠানো জরুরী নয় বরং একজন নবীর দাওয়াত যতদূর পৌছে ততটুকু পর্যন্ত সে নবী-ই যথেষ্ট। তাছাড়া একজন নবীর দাওয়াত ও হিদায়াতের প্রভাব যতদিন ছিল ততদিন নতুন নবীর প্রয়োজন ছিল না।

৪৬. অর্থাৎ তাঁদের রিসালাতের সত্যতার সমর্থনে পেশকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর রাসূল।

৪৭. ‘যুবুর’ শব্দটি ‘যাবূর’-এর বহুবচন। এর অর্থ সহীফাসমূহ। কিতাব ও যাবূর-এর মধ্যকার পার্থক্য হলো—যাবূর হলো উপদেশাবলী, নীতিকথা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী-সমষ্টি এবং তাতে শরয়ী বিধি-বিধান ছিল না। আর ‘কিতাব’ হলো—শরয়ী বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণমাত্রার গ্রন্থ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ আ.-এর ওপর নাযিলকৃত ‘যাবূর’ পূর্ণাঙ্গ শরয়ী বিধান সম্বলিত কিতাব ছিল না।

আল্লামা বগভী লিখেছেন যে, যাবূর হলো সেই কিতাব যা আল্লাহ তা‘আলা দাউদ আ.-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটি ছিল একশত পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত; যার অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন প্রকার দোয়া ও আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও সানা। এতে হালাল, হারাম, ফরয বা অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলী এবং অপরাধের শাস্তির কোনো বিধান ছিল না।

## ‘ওয় কুরু’ (১৫-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষ এবং আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই প্রয়োজনহীন নয়। তাদের অভাব আছে, তাই তারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

২. আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় প্রয়োজন থেকে মুক্ত; তাই তিনি অভাবমুক্ত। সর্বপ্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকেও তিনি মুক্ত।

৩. আল্লাহ কারো প্রশংসারও মুখাপেক্ষী নন। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না-ই করুক, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না।

৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে অস্তিত্বশীল সকল বিলুপ্ত করে দিয়ে তদস্থলে অন্য কোনো সৃষ্টিকে স্থলাভিষিক্ত করে দিতে পারেন। এটি আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ।



৫. আখিরাতে কারো অপরাধের দায়-দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করবে না। এমনকি কোনো ওনাহগার ব্যক্তি সামান্য কিছু নেকীর অভাবে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, তথাপিও তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, ভ্রী, পুত্র সামান্য নেকী দিয়ে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে রাজী হবে না।

৬. রাসূলের সতর্ক ও হিদায়াত তাদের জন্যই ফলপ্রসূ হতে পারে, যারা আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।

৭. রাসূলের নির্দেশ অনুসারে যে বা যারা নিজেদেরকে পরিত্যক্ত করবে, তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর।

৮. যাদের বিবেক মৃত, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে, রাসূলের হিদায়াতের আলো দেখে দীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য যাদের হয় না, তারা অন্ধ, তারা কান্দির।

৯. যাদের বিবেক জামাত, যাদের পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়িয়ে থাকা এবং নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ অসংখ্য নিদর্শন অনুভব করে রাসূলের হিদায়াতের আলোকে পথ চলে দীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তারা চক্ৰবান। তারা মু'মিন।

১০. আখিরাতে কান্দির ও মু'মিনের পরিণাম সমান হওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। একরূপ কল্পনা করা যুক্তি ও বিবেক বিরোধী।

১১. রাসূলের দায়িত্ব ছিল কুফরীর অন্তর্ভুক্ত পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা এবং ঈমান ও সংকল্পের শুভ পরিণাম সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া।

১২. দায়ী তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের দায়িত্ব মানুষকে আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। এ সতর্কতাকে যারা মূল্যায়ন করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, তা হবে তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর।

১৩. যারা রাসূলের সতর্কতাকে মূল্যায়ন করবে না তাদের বিবেক মৃত, তাই তারাও মৃত। আর মৃত ব্যক্তিদেরকে হিদায়াতের বাণী শোনানোর সাধ্য কারো নেই।

১৪. দুনিয়াতে এমন কোনো জাতি-গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়নি, যাদের নিকট নবী-রাসূলের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌঁছেনি।

১৫. এক শ্রেণীর মানুষ সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতকে-ই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। সুতরাং সত্য দীনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মানুষের অস্তিত্ব সর্বযুগেই থাকবে, এতে বিশ্বাসের কিছু নেই।

১৬. সকল নবী-রাসূল কর্তৃক তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতার সমর্থনে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসা সত্ত্বেও তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব আজও এ জাতীয় লোক থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

১৭. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে সহীফা ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী আসমানী কিতাব লাভ করেছিল। রাসূলকেও তাঁর ওপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকারের ফলে আল্লাহর আযাব তাদেরকে দুনিয়াতেও পাকড়াও করেছিল। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৪  
পারা হিসেবে রুক্ক'-১৬  
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿الْمُرَقَّاتُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾

২৭. তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ-ই তো আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর  
তদ্বারা আমি ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি, যা বিভিন্ন রংয়ের

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾

আর পর্বতমালারও রয়েছে গিরিপথসমূহ যা সাদা ও লাল,  
বিচিত্র বর্ণের এবং নিকষ কালো।

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾

২৮. আর মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে  
একইভাবে রয়েছে বিচিত্র বর্ণ ;<sup>৪৮</sup>

﴿الْمُرَقَّاتُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ - বর্ষণ  
করেন; -থেকে -থেকে; -আসমান; -পানি; -অতপর  
আমি উৎপন্ন করি; -তদ্বারা; -ফল-ফলাদি; -বিভিন্ন; -  
রংয়ের; -আর; -পর্বতমালারও রয়েছে; -গিরিপথসমূহ; -  
সাদা; -এবং; -বর্ণের; -ও-; -লাল; -বিচিত্র; -  
নিকষ; -কালো। ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ -  
সাদা; -এবং; -বর্ণের; -ও-; -লাল; -বিচিত্র; -  
নিকষ; -কালো। ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾ -  
আর মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে  
একইভাবে রয়েছে বিচিত্র বর্ণ ;<sup>৪৮</sup>

৪৮. অর্থাৎ এ বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মধ্যে যা কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তার  
সবকিছুতেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের নিদর্শন রয়েছে। এখানে নেই কোনো একঘেয়েমী। একই  
মাটিতে একই পানি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিচিত্র সব উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন  
ফলগুলোও স্বাদ, রং ও গন্ধে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এমনকি একই উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন  
দু'টো ফলেরও বর্ণ, স্বাদ, এবং দৈহিক কাঠামোতে বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। অতপর যদি  
পাহাড়ের দিকে তাকালে সেখানে দেখা যায় বিচিত্র বর্ণের সমাহার। এসব পাহাড়ের  
গঠনশৈলীতে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। প্রাণী জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, একই  
জোড়া থেকে জন্ম নেয়া দু'টো সন্তানও একই রকম হয় না। এই যে বিরাট বৈচিত্র্য ও পার্থক্য,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরা-ই ভয় করে<sup>১৯</sup>; অবশ্যই আল্লাহ  
মহাপরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীল<sup>২০</sup>। ২৯. নিশ্চয়ই

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও যথারীতি নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিয়ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে গোপনে

-(عباد+ه)-عباده; মধ্যে-من; হে-আল্লাহকে; يخشى-ভয় করে; কেবলমাত্র; ائِماً-  
-عزیز; آله-আল্লাহ; অবশ্যই; ان; ই-জ্ঞানীরা-الْعُلَمَاءُ; তার বান্দাহদের;  
-يَتْلُونَ-পাঠ; যারা-الَّذِينَ; নিশ্চয়ই; ان(২৯)।-পরম ক্ষমাশীল; غُفُور; মহাপরাক্রমশালী;  
-الصلوة; যথারীতি; اقاموا; ও-و; আল্লাহ-الله; কিতাব-كتب; করে;  
-رزقنا+هم)-رَزَقْنَهُمْ; তা থেকে যা কিছু; ما; খরচ করে; اَنْفَقُوا; এবং-و; নামায-  
-রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি; গোপনে-سراً;

এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা একজন মহাবিজ্ঞানী অতুলনীয় স্রষ্টা ও সুকৌশলী নির্মাতা। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অসুখীন। প্রত্যেকটি সৃষ্টির অগণিত নমুনা তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। মানব-আকৃতি ও মানব বুদ্ধির বৈচিত্র্য এবং অন্য সকল সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সত্যই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এর পেছনে রয়েছে তাঁর সুবিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং মানুষকেও তিনি আকস্মিক খেমালের বশে সৃষ্টি করেননি। বরং তাকে পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সৃষ্টি কাঠামোর বিভিন্নতা এবং বুদ্ধি-বৈচিত্র্য-ই এর সাক্ষ্য দেয়। যদি তা না হতো—মানুষ যদি নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টি-কাঠামো, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ-অনুভূতি, যৌক-প্রবণতা ও চিন্তা ধারার দিক দিয়ে অভিন্ন হতো এবং কোনো প্রকার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের অবকাশই তাদের মধ্যে না থাকতো, তাহলে দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যেতো। সুতরাং সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকার ও বর্ণে প্রজ্ঞা সহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার অতুলনীয় নিদর্শন।

৪৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞানী হবে সে আল্লাহকে ততবেশী ভয় করবে। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ; তাঁর ক্রোধ ও পরাক্রমশালীতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি কখনো আল্লাহর পাকড়াও হতে নির্ভয় হয়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয়ে বেধড়ক গুনাহে লিপ্ত থাকে, সে আসলেই একজন মূর্খ ছাড়া কিছু নয় ; যদিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۖ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيُزِيدَهُمْ

ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না<sup>৩০</sup>। ৩০. যাতে করে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন তাদের প্রতিদান এবং তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন

مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

তাঁর অনুগ্রহ থেকে<sup>৩১</sup>; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী<sup>৩২</sup>। ৩১. আর (হে নবী!) ওহী রূপে আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা আমি নাযিল করেছি

لَّنْ تَبُورَ ; تِجَارَةً-এমন ব্যবসায়ের ; يُرْجُونَ-তারা আশা করে ; وَعَلَانِيَةً-প্রকাশ্যে ; ৩০-  
-যাতে করে তিনি (লিউফী+হুম)-লিউফী+হুম ৩০। -যাতে কখনো লোকসান হবে না।  
-এবং ; -আজুর+হুম)-আজুর+হুম ; -তাদের প্রতিদান (আল্লাহ) পুরোপুরি দেবেন তাদেরকে ;  
- (ফুজল+হ)-ফুজল+হ ; -তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন ; -থেকে ;  
-আর ৩১। -শুকুর-গুণগ্রাহী ; -নিশ্চয়ই তিনি ; -অত্যাশ্রয় ক্ষমাশীল ;  
-আমি ওহীরূপে নাযিল করেছি ; -আপনার প্রতি ;  
-কিতাব ; -থেকে ;

স্বীকৃত হোক না কেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে জীবন পরিচালনা করে, সে যুগের দৃষ্টিতে মূর্খ বলে বিবেচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইলমে ক্বালামের জ্ঞানের অধিকারী হলেও যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকে, তাহলে তাকে 'জ্ঞানী' বলা যায় না। হযরত ইবনে মাসউদ বলেছেন—“বিপুল হাদীসের জ্ঞান থাকাই জ্ঞান নয়, বেশী বেশী আল্লাহর ভয় থাকাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।” হযরত হাসান বসরী র.-ও বলেছেন—“যে ব্যক্তি আল্লাহকে না দেখে ভয় করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন, সে দিকে আকৃষ্ট হয় ও আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তার প্রতি নিরাসক্ত থাকে, তিনি-ই আলেম তথা জ্ঞানী।”

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ এমন-ই পরাক্রমশালী যে, তিনি যখনই চান, আল্লাহদ্রোহীদের পাকড়াও করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তবে যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাই তিনি যালিমদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিয়ে থাকেন।

৫১. মানুষ ব্যবসায়ে যেমন নিজের অর্থ-সম্পদ, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে মূলধনের অতিরিক্ত বাড়তি মুনাফা পাওয়ার জন্য, তেমনি মু'মিন ব্যক্তিও আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম-সাধনায় নিজের অর্থ-শ্রম ও মেধা ব্যয় করে শুধু মাত্র এসবের সমপ্রতিদান প্রতিদান লাভের জন্য নয়, বরং সমপ্রতিদান

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّأَيِّ يَدِّ يَهْدِيهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

তা সম্পূর্ণ সত্য—তা সত্যায়নকারী তাঁর সামনে বর্তমান পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে<sup>৫৫</sup>; নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাহদের সম্পর্কে সব ওয়াকিফহাল সর্বদ্রষ্টা<sup>৫৬</sup>। ৩২. অতপর

হু-তা; -الْحَقُّ-সম্পূর্ণ সত্য; مُصَدِّقًا-তা সত্যায়নকারী; لَمَّا-তার; يَدِّ-তার; يَهْدِيهِ-তার; إِنَّ-নিশ্চয়ই; اللَّهُ-আল্লাহ; عِبَادِهِ-তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে; لَخَبِيرٌ-সর্ব-ওয়াকিফহাল; بَصِيرٌ-সর্বদ্রষ্টা। ৩২. অতপর;

লাভের সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাড়তিও পাওয়া যাবে সেই আশায়। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের একাজকে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। তবে ঈমানদারদের এ ব্যবসা ও পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যবসা এক নয়। পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যবসাতে লোকসানের ঝুঁকি আছে, কিন্তু আল্লাহর মু'মিনের ব্যবসায় লোকসানের কোনো ঝুঁকি তো নেই-ই বরং আশাতীত লাভের নিশ্চয়তা।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সৎকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়ার পরও নিজ অনুগ্রহে তাদের ধারণার অতীত অনেক বেশী-পুরস্কার দেবেন। এই বেশীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সেই ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা বহুগুণ বেশী দেবেন, যা কমপক্ষে দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে সাতশত গুণ বা তার চেয়েও বেশী হবে। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন—রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—‘মু'মিনের প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, আখিরাতে মু'মিন ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।’-(মায়হারী)

আর সুপারিশ কেবল ঈমানদারদের জন্যই হতে পারবে—কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। একইভাবে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের মধ্যে শামিল।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন মালিক নন, যে তার গোলামের খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবং খুঁটি-নাটি ক্রটি-বিচ্যুতি পেলেই তার জন্য পাকড়াও করে শাস্তি দেয়; বরং তিনি এমন মালিক যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল; মুখলিস মু'মিনের ছোট-খাটো দোষ ক্রটি তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং বড় অপরাধও যথার্থ অর্থে তাওবা-অনুশোচনার সাথে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি মু'মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতের অত্যন্ত কদর করেন।

৫৪. অর্থাৎ শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর কাছে যে কিতাব ওহীক্ৰমে পাঠানো হয়েছে এবং এ কিতাবে যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে একই দাওয়াত পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতেও দেয়া হয়েছে। এ রাসূল পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বিপরীত কোনো কথা বলছেন না। যেহেতু এ রাসূল পূর্ববর্তী নবী-

أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ

আমি এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি<sup>৫৫</sup>; তবে তাদের মধ্যে (কতক) নিজের প্রতি অত্যাচারী এবং তাদের মধ্যে (কতক)

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

মধ্যমপন্থী; আর তাদের মধ্যে (কতক) আল্লাহর হুকুমে নেক কাজে অগ্রবর্তী ছিল; এটাই ছিল অনেক বড় অনুগ্রহ<sup>৫৬</sup>।

আমি উত্তরাধিকারী করেছি; -الْكِتَابَ-এ কিতাবের; -الَّذِينَ-তাদেরকে, যাদেরকে; -مِنْ-মধ্য; -اصْطَفَيْنَا-আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) বাছাই করে নিয়েছি; -عِبَادِنَا-আমার বান্দাহদের; -فَمِنْهُمْ-তবে তাদের মধ্যে (কতক); -ظَالِمٌ-অত্যাচারী; -لِّنَفْسِهِ-নিজের প্রতি; -و-এবং; -مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে (কতক); -مُقْتَصِدٌ-মধ্যমপন্থী; -و-আর; -مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে (কতক); -بِإِذْنِ اللَّهِ-হুকুমে; -بِالْخَيْرَاتِ-নেক কাজে; -الْفَضْلُ-অনুগ্রহ; -الْكَبِيرُ-অনেক বড়।

রাসূল ও কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলছেন না, অতএব তিনি সেসব কিতাবকে স্বীকার করেন এবং সেগুলোতে যে শাস্ত সত্য দীনের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, তিনিও সেদিকেই মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

৫৫. আল্লাহর ‘খাবীর’ ও ‘বাসীর’ গুণবাচক নাম দু’টো উল্লেখ করে এখানে বুঝানো হয়েছে যে, বান্দাহর প্রকৃতি, চাহিদা, প্রয়োজন এবং কল্যাণ কিসে তার সার্বিক দিক সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত। আর তিনি এসবের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখেন। বান্দাহ নিজের সম্পর্কে যা জানে, আল্লাহ তার সম্পর্কে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী জানেন। কারণ তিনি তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সুতরাং বান্দাহর জন্য কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা সেটাই, যা আল্লাহ ওহীরাপে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

৫৬. অর্থাৎ ‘উম্মতে মুহাম্মাদী’ ও তাদেরকে আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। উম্মতের ওলামায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে এবং অনান্য মুসলমানগণ ওলামায়ে কেরামের মধ্যস্থতায় এতে शामिल। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘আল্লাহীনাস্ তাফাইনা’ বলে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তার অবতীর্ণ প্রত্যেকটি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। যেহেতু কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসেবে সমস্ত আসমানী কিতাবের সমষ্টি, যেহেতু এর উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ সমস্ত আসমানী কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া।

ইবনে আব্বাস রা. আরও বলেন—“এ উম্মতের আলেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা

করা হবে। মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে ; আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।”-(ইবনে কাসীর)

এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে ; কেননা এ শব্দ নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী তিন প্রকারের—যালেম, মধ্যপন্থী ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

(ক) প্রথম প্রকার হলো, নিজেদের প্রতি যুলুমকারী। এরা এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আদ্বাহর কিতাব, মুহাম্মদ স.-কে আদ্বাহর রাসূল বলে স্বীকার করে ; কিন্তু কার্যত আদ্বাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহের অনুসরণ করে না। এরা কোনো কোনো ফরয-ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজে ও জড়িত হয়ে পড়ে। এরা মু'মিন কিন্তু গোনাহগার—এরা অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী নয়। দুর্বল ঈমানের অধিকারী। তবে মুনাফিক বা কাফির নয়। তাই এদেরকে ‘নিজের প্রতি অত্যাচারী’ বলা সত্ত্বেও আদ্বাহর কিতাবের ‘উত্তরাধিকারী’ হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। আর এদের সংখ্যা-ই উম্মতের মধ্যে বেশী হওয়ার কারণে এদের কথাই আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার হলো, মিতচারী মধ্যপন্থী। এরা ফরয-ওয়াজিব পালন করে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বেঁচে থাকে। তবে মাঝে মাঝে মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং মাকরুহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। এরা আদ্বাহর হুকুম পালন এবং কখনো কখনো অমান্যও করে। তবে নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়নি ; প্রবৃত্তিকে আদ্বাহর অনুগত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় এবং সদা-সর্বদা সচেতন থাকে। তারপরও কখনো কখনো তার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের জীবন ভালো-মন্দের সমন্বয়ে গঠিত। এ মধ্যপন্থীদেরকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। কারণ, এরা সংখ্যার দিক থেকে প্রথমোক্ত দলের চেয়ে কম, কিন্তু তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী।

(গ) তৃতীয় প্রকার হলো, ভালো তথা নেক কাজে অগ্রগামী। আদ্বাহর কিতাব তথা কুরআনের যথার্থ উত্তরাধিকারী এরাই। এরাই উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। এরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে সদা-সর্বদা তৎপর থাকে। শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ, মুস্তাহাব সাধ্যমত মেনে চলে ; নিষিদ্ধ মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে তৎপর থাকে। নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার আশংকায় অতি সতর্কতাবশত মুবাহ কাজ থেকেও দূরে থাকে। আদ্বাহর পয়গাম তাঁর বান্দাহদের নিকট পৌছানোর কাজেও এরা এগিয়ে থাকে। সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যেতেও এরা পিছপা হয় না। এরা জেনে-বুঝে গোনাহে লিপ্ত হয় না এবং কখনো অজান্তে কোনো গোনাহ হয়ে গেলেও সে সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই আদ্বাহর দরবারে অনুশোচনা করে তাওবা করে এবং দ্বিতীয়বার এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হয় না। প্রথমোক্ত দু’দলের চেয়ে এদের সংখ্যা কম, তাই এদের কথা সবার শেষে বলা হয়েছে। ‘এটাই অনেক বড় অনুগ্রহ’ এর অর্থ—আদ্বাহর কিতাবের উত্তরাধিকারীদের তালিকায় शामिल হতে পারা-ই আদ্বাহর বিরাট অনুগ্রহ। অথবা এর অর্থ—নেক কাজে অগ্রগামী

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾

৩৩. চিরস্থায়ী জান্নাত—তাতে তারা প্রবেশ করবে<sup>৫৮</sup>। তাদেরকে সেখানে সাজানো হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দিয়ে ;

﴿جَنَّاتٌ-জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ; يَدْخُلُونَهَا-(يَدْخُلُونَ+هَا)-তাতে তারা প্রবেশ করবে ; يُحَلَّوْنَ-তাদেরকে সাজানো হবে ; فِيهَا-সেখানে ; مِنْ-দিয়ে ; أَسَاوِرَ-বাল্য ; ذَهَبٍ-স্বর্ণের ; وَلُؤْلُؤًا-মুক্তা ;

হতে পারাটাই-ই আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। কারণ মুসলিম উম্মাহর তিন শ্রেণীর মধ্যে এরা সবার সেরা।

৫৮. অধিকাংশ তাকসীরবিদদের মতে উম্মাতে মুহাম্মাদীর উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীই জান্নাতে যাবে। তবে এদের মধ্যে কেউ যাবে কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ; কেউ যাবে হিসাব-নিকাশের পর; আবার কেউ যাবে বিচারে শাস্তিযোগ্য হয়ে সেই শাস্তি ভোগ করার পর। কুরআন মাজীদে আগের পরের আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যারা একে অমান্য করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। জান্নাতে যাওয়ার হুকুমের সাথে উল্লিখিত তিন শ্রেণীই যে সম্পৃক্ত, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—“যারা নেককাজে অগ্রগামী হয়েছে তারা বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ; আর যারা মধ্যপন্থী হয়েছে, তাদের হিসেব নেয়া হবে, তবে তা হবে সহজ হিসাব ; আর যারা নিজের ওপর যুলুম করেছে তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন সময় আটক করে রাখা হবে, অতপর আল্লাহ রহমতের সাথে তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং এরাই হবে সেসব লোক, যারা বলবে—সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দুঃখ-চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।”

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে যেটা বুঝা যায় তা হলো—উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে নেককাজে অগ্রগামীরা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। মধ্যপন্থীরা অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয় কর্ম করেছে যারা তাদের উভয় কাজের হিসাব হবে ; কিন্তু তা হবে সহজ হিসাব। আর যারা নিজের প্রতি যুলুমকারী হবে, তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না; বরং হাশরের বিচারকার্য চলাকালীন দীর্ঘ সময় আটকে রাখা হবে, অতপর আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। উল্লিখিত হাদীসের সমার্থক সাহাবায়ে কিরামের অনেক বক্তব্যই মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃত করেছেন। আর এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ স. থেকে না শুনে এসব কথা তাঁরা বলেননি।

অতপর কথা থাকে যে, কুরআন মাজীদে ও হাদীসে অনেক অপরাধের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি তাদের ঈমানও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না ; তাহলে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তারা শুধুমাত্র হাশরের দীর্ঘ বিচারকালীন সময় আটক থাকবে, তাদের কেউ জাহান্নামে যাবেই না—একথা মনে করে



وَلِبَاسُكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ

আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ৩৪. আর তারা বলবে—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করলেন<sup>৩৪</sup>;

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۖ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۖ

অবশ্যই আমাদের প্রতিপালক নিশ্চিত পরম ক্ষমাশীল অত্যন্ত গুণগ্রাহী<sup>৩৫</sup>। ৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে অনন্ত নিবাসে স্থান দিয়েছেন<sup>৩৫</sup>;

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

সেখানে আমাদেরকে কোনো কষ্টও স্পর্শ করে না এবং সেখানে কোনো ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না<sup>৩৬</sup>। ৩৬. আর যারা কুফরী করেছে<sup>৩৬</sup> তাদের জন্য রয়েছে

- আর ; সেখানে-ফিহা ; তাদের পোশাক হবে ; (লবাস+হম)-লবাসুম ; -আর ;  
-রেশমের। ৩৪. -আর ; তারা বলবে ; -সকল প্রশংসা ; -আল্লাহর জন্য ;  
-চিন্তা ; -আমাদের থেকে ; -দূর করলেন ; -যিনি ;  
-আমাদের প্রতিপালক ; -নিশ্চিত পরম ক্ষমাশীল ;  
-নিবাসে ; -আমাদেরকে স্থান দিয়েছেন ; -নিজ ;  
-নিজ অনুগ্রহে ; -অনন্ত ; -অনন্ত ;  
-এবং ; -কোনো কষ্ট ; -সেখানে-ফিহা ;  
-কোনো ক্লান্তিও ; -আমাদেরকে স্পর্শ করে না ;  
-তাদের জন্য রয়েছে ;

রাখা উচিত নয়। যেমন কোনো মুমিনকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-বুঝে হত্যা করে, তার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ নিজেই জাহান্নাম ঘোষণা করেছেন। একইভাবে মীরাসী আইনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকারীর জন্য কুরআন মাজীদে জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। সুদের ব্যাপারেও কুরআন মাজীদে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসে কাবীরা গুনাহের শাস্তি হিসেবেও জাহান্নাম ঘোষিত হয়েছে।

৫৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা যেসব দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-পেরেশানীতে ছিলাম এবং শেষ-বিচারে আমাদের পরিণাম সম্পর্কে যে শংকায় ছিলাম তা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তিদান করেছেন। এখন আমরা সকল প্রকার দুচ্ছিন্তা ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত, কারণ ভবিষ্যতে আর কখনো দুঃচ্ছিন্তার কোনো কারণ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা নেই।

৬০. অর্থাৎ তিনি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের সামান্য সৎকর্মের অত্যন্ত বেশী মূল্যায়ন করেছেন। অতপর তার

نَارُ جَهَنَّمَ لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا

জাহান্নামের আগুন ; তাদের অস্তিত্ব শেষ করেও দেয়া হবে না, যাতে তারা মরে যায়,  
আর না তার (জাহান্নামের) আযাব তাদের থেকে লাঘব করা হবে ;

كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۖ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এরূপই প্রতিদান দিয়ে থাকি । ৩৭. আর তারা সেখানে আর্তিচিংকার করে  
বলবে—‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করে নিন,

نَعْمَلْ مَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم

আমরা নেক কাজ করবো—তা থেকে ভিন্ন যা আমরা (আগে) করতাম ;  
(আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে (এতটুকু) বয়স দেইনি ?

- عَلَيْهِمْ-জাহান্নামের ; لَا يَقْضَىٰ-অস্তিত্ব শেষ করেও দেয়া হবে না ; نَارُ-আগুন ;  
তাদের ; وَ-আর ; لَا يَخَفَّفُ-না লাঘব করা হবে ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; مِنْ-থেকে ; عَذَابِهَا-তার (জাহান্নামের) আযাব ;  
- كَفُورٍ-প্রত্যেক ; كُلٍ-প্রত্যেক ; نَجْزِي-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; كَذَٰلِكَ-এরূপই ;  
অকৃতজ্ঞকে । ৩৭-আর ; هُمْ-তারা ; يَصْطَرِحُونَ-আর্তি-চিংকার করে বলবে ; فِيهَا-  
সেখানে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَخْرِجْنَا-আমাদেরকে বের করে নিন (এখান  
থেকে) ; نَعْمَلْ-আমরা করবো ; مَالِحًا-নেক কাজ ; غَيْرَ-ভিন্ন ; الَّذِي-তা থেকে যা ;  
-(أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم)-আমরা (আগে) করতাম ; أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم-আমরা (আগে) করতাম ;  
বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে (এতটুকু) বয়স দেইনি ?

বিনিময়ে আমাদেরকে তিনি জান্নাত দান করেছেন—এটা তাঁর অত্যন্ত ক্ষমাশীলতা ও  
গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক ।

৬১. অর্থাৎ আখিরাতের সফরের বিভিন্ন মনযিল আমরা পার হয়ে এসেছি। দুনিয়া  
ছিল এ সফরের একটি মনযিল ; তারপর হাশর নশর ছিল আরেকটি পর্যায় । বর্তমানে  
আমাদেরকে যে আবাসস্থল দিয়েছেন তা এমন স্থায়ী আবাস, যেখান থেকে বের  
হওয়ার আর কোনো আশংকা নেই ।

৬২. অর্থাৎ এখানে আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না বা এমন কোনো কাজ  
করতে হয় না, যাতে আমাদের কোনো ক্লান্তি আসতে পারে । আমাদের সকল কষ্ট  
পরিশ্রমের অবসান হয়েছে । এখন শুধু সুখ আর সুখ ।

৬৩. এখানে ‘কুফরী করেছে’ অর্থ মুহাম্মাদ স.-এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে  
তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে ।

مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا

যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো, যে উপদেশ লাভ করতে চাইত<sup>৬৪</sup>, অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল; অতএব শাস্তির মজা ভোগ কর,

فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

কেননা যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

تَذَكَّرُ-যে-মَنْ; تَذَكَّرُ-সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো; فِيهِ-তাতে; مَا-যাতে; تَذَكُّرٍ-উপদেশ লাভ করতে চাইত; وَ-অথচ; جَاءَكُمْ-তোমাদের কাছে এসেছিল; النَّذِيرُ-সতর্ককারীও; فَذُوقُوا-অতএব ভোগ করো শাস্তির মজা; نَصِيرٍ-কোনো; فَمَا-কেননা নেই; لِلظَّالِمِينَ-যালিমদের জন্য; সাহায্যকারী।

৬৪. অর্থাৎ জাহান্নামে কাফিররা যখন ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এ আযাব থেকে রেহাই দিন, আমরা সৎকর্ম করবো, অতীতের সকল অপকর্ম ছেড়ে দেবো। তখন আল্লাহ জবাবে বলবেন—আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে একজন চিন্তাশীল লোক চিন্তা করে সঠিক পথে আসতে পারে? যেসব বয়সে মানুষ সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ পায়? এ আয়াতের দৃষ্টিতে কেউ যদি এ বয়সে পৌছার আগে মৃত্যুবরণ করে। তাহলে তাকে আল্লাহর দরবারে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ বয়সে পৌঁছে গেলে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। অতপর তার বয়স যতই বেড়ে যেতে থাকবে এবং হিদায়াত লাভের যতই সুযোগ সে পেতে থাকবে ততই তার দায়িত্ব কঠোর হয়ে যেতে থাকবে। যে ব্যক্তি বার্ষিক্যে পৌঁছেও হিদায়াতের পথে এগিয়ে আসবে না, তার কোনো ওয়রই আল্লাহর দরবারে টিকবে না।

হযরত সাহুল ইবনে সা'দ সায়েদী রা. বর্ণিত হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে, তার জন্য ওয়র পেশ করার সুযোগ থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তার জন্য ওয়র পেশ করার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।”

৪র্থ রুকু' (২৭-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পানির দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ, অন্যসব প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন প্রবাহ চালু রেখেছেন। তাই পানির অপর নাম জীবন।

২. পানির মূল উৎস ভূগর্ভ হলেও আল্লাহ তা'আলা যদি বৃষ্টি আকারে বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ষণের

ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো উদ্ভিদ-ই জন্মাতো না। সুতরাং বৃষ্টিপাত সৃষ্টিকূলের জন্য আল্লাহর অন্যতম রহমতস্বরূপ।

৩. বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদিত ফল-ফলাদীর রং, স্বাদ ও গন্ধে যেমন রয়েছে প্রচুর বৈচিত্র্য, তেমনি আল্লাহ আল্লাহর কুদরতের নিশান পাহাড়-পর্বতের আকার-আকৃতি ও বর্ণে রয়েছে প্রচুর পার্থক্য।

৪. আল্লাহর অপর সৃষ্টির অন্যতম পশু-পাখির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট বর্ণ-বৈচিত্র্য।

৫. উল্লিখিত নিদর্শনাবলী আল্লাহর একত্ব ও অসীম শক্তি ক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৬. ‘আলেম’ বা প্রকৃত জ্ঞানী তারাই যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সূন্যাহর জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহকে ভয় করেন। অতএব যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই। তিনি উল্লিখিত জ্ঞানের অধিকারী হলেও তাঁকে ‘আলেম’ বা জ্ঞানী বলা যায় না।

৭. মু‘মিনের বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জনে মশগুল থাকেন, নামায আদায়ের মাধ্যমে দৈহিক ইবাদাত সম্পাদন করেন এবং আল্লাহর পথে আর্থিক ত্যাগের মাধ্যমে আর্থিক ইবাদাত করেন।

৮. মু‘মিন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার ব্যবসায়ের শুধুমাত্র মূলধনের সমপরিমাণ প্রতিদান-ই আশা করেন না ; বরং অতিরিক্ত পুরস্কারও আশা করেন। আর আল্লাহ-ও মু‘মিনদেরকে আশাতীত পুরস্কার দেন।

৯. আল্লাহ মু‘মিনের ছোটখাটো গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং বড় গুনাহ-ও তাওবা করলে ক্ষমা করে দেন, কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

১০. আল্লাহ মু‘মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতকে অবমূল্যায়ন করেন না; কারণ তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

১১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এটা অতীতের আসমানী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী। কেননা এতে ইতিপূর্বকার কিতাবসমূহের মূল বিষয়গুলো সন্নিবেশিত রয়েছে।

১২. আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাহর জন্য যে বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা-ই বান্দাহর জন্য কল্যাণকর ; কারণ তিনি বান্দাহর সর্ব বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং বান্দাহর সবকিছুর দ্রষ্টা।

১৩. আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে মানব জাতি থেকে বাছাই করে নিয়েছেন তাঁর কিতাব তথা আল কুরআনের উত্তরাধিকারী হিসেবে।

১৪. মুসলিম উম্মাহ তথা উম্মতে মুহাম্মাদী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী বিশ্বাসের দিক থেকে মু‘মিন, কিন্তু শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিব পালনে ত্রুটি করে এবং শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত। এরা নিজের প্রতি যুলুমকারী। তবে এরা বিদ্রোহী নয়। এরা সংখ্যায় বেশী।

১৫. দ্বিতীয় শ্রেণীর মু‘মিন শরীয়তের ফরয-ওয়াজিব পালন করে ; আবার মাঝে মাঝে আল্লাহর হুকুম অমান্যও করে। এদের জীবনে ভালো-মন্দ উভয় কাজের সমাবেশ রয়েছে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম।

১৬. তৃতীয় দল নেক কাজে অগ্রবর্তী। এরা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়ার হক যথাযথভাবে পালনকারী। এরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কখনো গুনাহ হয়ে গেলেও চেষ্টা আসার সাথে সাথে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

১৭. আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবের উত্তরাধিকারীদের সবাইকে অবশেষে জান্নাত দান করবেন। তবে প্রথম দলকে হাশরের দীর্ঘ সময়কাল আটক রাখার পর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দ্বিতীয়

দলকে সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তৃতীয় দলকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১৮. জান্নাতবাসীদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে সাজানো হবে এবং মহামূল্য রেশমী পোশাক পরিধান করানো হবে।

১৯. জান্নাতীরা সকল প্রকার দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে অনন্তকাল বসবাস করবে।

২০. জান্নাতীরা সকল প্রকার অশান্তি ও দুঃচিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রশংসায় সদা নিমগ্ন থাকবে।

২১. জান্নাতের সুখ হবে অনাবিল। সেখানে সুখের সাথে কণামাত্র দুঃখের মিশ্রণ থাকবে না। এমনকি দুঃখের কোনো প্রকার আশংকাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

২২. আর আল্লাহদ্রোহী কাকিরদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সেখানে দুঃখের সাথে সুখের কণা মাত্র মিশ্রণ থাকবে না। এমনকি সুখের সামান্যতম আশার আলোও তারা দেখবে না।

২৩. বিদ্রোহী কাকিররা দুনিয়াতে আবার এসে নেক কাজ করার সুযোগ পাওয়ার আবেদন জানাবে, কিন্তু তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। কারণ তাদেরকে যথেষ্ট বরস দেয়া হয়েছে।

২৪. জাহান্নামে বিদ্রোহী কাকিরদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তাদেরকে চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

✱

সূরা হিসেবে রুকু'-৫  
পাৰা হিসেবে রুকু'-১৭  
আয়াত সংখ্যা-৮

٥٦) إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় অবগত ; অবশ্যই তিনি মনের গভীরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত ।

﴿٥٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَهُوَ

৩৯. তিনিই সেই সন্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন<sup>৫৫</sup> ;  
সতরাং যে কফরী করবে তার ওপরই তার কফরীর দায় বর্তাবে<sup>৫৬</sup> এবং

لَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

কাম্বিরদের কুফরী তো (তাদের প্রতি) তাদের প্রতিপালকের রাগ ছাড়া কিছুই বাড়ায়  
না : আর বাড়ায় না কাম্বিরদের

৩৯- **ان**-নিশ্চয়ই ; **الله**-আল্লাহ ; **علم**-অবগত ; **غيب**-যাবতীয় গোপন বিষয় ; **السَّمَوَاتِ**-আসমান ; **و**-ও ; **الْأَرْضِ**-যমীনের ; **انه**-অবশ্যই তিনি ; **عليه**-সবিশেষ অবগত ; **بِذَاتِ**-সেসব বিষয় যা কিছু রয়েছে ; **الصُّدُورِ**-মনের গভীরে । ৩৯- **هو**-তিনিই ; **الَّذِي**-সেই সত্তা যিনি ; **جَعَلَكُمْ**-(জেল+কম)-তোমাদেরকে বানিয়েছেন ; **خَلَقَ**-প্রতিনিধি ; **فِي الْأَرْضِ**-পৃথিবীতে ; **فَمَنْ**-সুতরাং যে ; **كُفَّرَ**-কুফরী করবে ; **و**- ; **فَعَلَيْهِ**-(ফ+এলিহ)-তার ওপরই ; **كُفَّرَهُ**-(কফ+হ)-তার কুফরীর দায় বর্তাবে ; **و**-এবং ; **لَا يَزِيدُ**-বাড়ায় না ; **الْكُفْرِينَ**-কাফিরদের ; **كُفَّرَهُم**-(কফ+হম)-তাদের কুফরী তো (তাদের প্রতি) ; **عِنْدَ**-নিকট ; **رَبِّهِمْ**-(রব+হম)-তাদের প্রতিপালকের ; **أَلَا**-হাড়া ; **مَقْنَا**-রাগ ; **و**-আর ; **لَا يَزِيدُ**-বাড়ায় না ; **الْكُفْرِينَ**-কাফিরদের ;

৬৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করছে, তার অর্থ এটা নয় যে, তোমরা এসবের মালিক। বরং মূল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে তোমরা এ সবের ভোগ-ব্যবহারের অধিকার লাভ করেছো। অথবা এর অর্থ-আগেকার জতি-গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

৬৬. এখানে কুফরী করার অর্থ—যারা আব্বাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজেরাই সার্বভৌমত্বের দাবীদার হয়ে বসবে ; অথবা যারা অতীত জাতি-গোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ ভুলে গিয়ে তাদের পথই অনুসরণ করবে. তাদের পরিণাম এমন হবে।

كُفِّرْهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

তাদের কুফরী (তাদের নিজেদের) ক্ষতি ছাড়া (অন্য কিছু) ৪০. আপনি বলুন—‘তোমরা কি তোমাদের (বানানো) শরীকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডেকে থাক?’

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ

তোমরা আমাকে দেখাও যমীনের কোন্ অংশ তারা সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব থাকলে, অথবা আমি তাদের দিয়ে থাকলে

كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيْنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنَّ يُعَذِّبُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

কোনো কিতাব, তাই তার প্রমাণের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত; ৬৭ বরং যালিমরা তাদের একে অপরকে কোনো ওয়াদা দেয় না

কুফরী (কফর+হম)-তাদের কুফরী; -خَسَارًا (তাদের নিজেদের) ক্ষতি। ৪০-আপনি বলুন; -أَرَأَيْتُمْ-তোমরা ভেবে দেখেছো কি; -الَّذِينَ-যাদেরকে; -شُرَكَاءَ-তাদের (বানানো) শরীকদের সম্বন্ধে; -كُفِّرْهُمْ-তোমরা আমাকে দেখাও; -مَاذَا-কোন্ অংশ; -خَلَقُوا-তারা সৃষ্টি করেছে; -مِنَ الْأَرْضِ-যমীনের; -أَمْ-অথবা; -لَهُمْ-তাদের; -شِرْكٌ-কোনো অংশীদারিত্ব থাকলে; -آتَيْنَهُمْ-আমি তাদের দিয়ে থাকলে; -السَّمَوَاتِ-আসমানে; -أَمْ-অথবা; -أَتَيْنَهُمْ-আমি তাদের দিয়ে থাকলে; -كِتَابًا-কোনো কিতাব; -فَهُمْ-তাই তারা প্রতিষ্ঠিত; -عَلَىٰ-ওপর; -بَيْنَتٍ-প্রমাণের; -الظَّالِمُونَ-যালিমরা; -بَلْ-তার; -إِنَّ-কোনো ওয়াদা দেয় না; -يُعَذِّبُ-তাদের একে; -بَعْضُهُمْ-অপরকে; -بَعْضًا-

৬৭. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ, তারা তো আল্লাহর শরীক নয়—হতে পারে না, কারণ আল্লাহ হলেন লা শরীক। এসব তো তোমাদের নিজেদের মনগড়া খোদা।

৬৮. অর্থাৎ আমি কি আমার পক্ষ থেকে লিখিত কোনো প্রমাণ তাদেরকে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে তারা তাদের বানানো মিথ্যা খোদাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের সামনে নয়র-নেয়ায পেশ করে, তাদের কাছে বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আবেদন জানায় এবং তাদের প্রতি-ই কৃতজ্ঞতা জানায়। যদি তেমন কোনো কিছু থাকে তাহলে তারা তা পেশ করুক। আর যদি তা না থাকে, তাহলে এসব শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি তারা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। আসমান-যমীনের কোথাও কি এসব বানোয়াট খোদাদের আল্লাহর শরীক হবার কোনো আলামত পাওয়া যায় না-কি। এর জবাব

الْأَغْرُورَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِنْ

ধোঁকা ছাড়া<sup>৬৯</sup> । ৪১ নিশ্চয় আল্লাহ-ই আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন,  
যাতে সেগুলো টলে না যায় ; আর যদি

زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ ۖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

সেগুলো টলটলায়মান হয়, তাহলে তাঁর পরে এদেরকে কেউ স্থির রাখতে পারে না,<sup>৭০</sup>  
অবশ্যই তিনি হলেন অত্যন্ত সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল ।<sup>৭১</sup> ৪২. আর

১-ছাড়া ; -غُرُورًا-ধোঁকা । ২-নিশ্চয় ; -اللَّهِ-আল্লাহ ; -يُمِصُّكَ-স্থিরভাবে ধরে রাখেন ; -السَّمُوتِ-আসমান ; -وَالْأَرْضَ-ও-যমীনকে ; -أَنْ تَزُولَا-যাতে সেগুলো টলে না যায় ; -وَالْأَرْضَ-আর ; -لَئِنْ-যদি ; -زَالَتَا-সেগুলো টলটলায়মান হয় ; -أَمْسَكَهُمَا-তাদেরকে ধরে রাখতে পারে না ; -مِنْ أَحَدٍ-কেউ ; -مِّنْ بَعْدِهِ-তার পরে ; -إِنَّهُ-অবশ্যই তিনি ; -كَانَ-হলেন ; -حَلِيمًا-অত্যন্ত সহনশীল ; -غَفُورًا-পরম ক্ষমাশীল । ৩-আর ;

অবশ্যই না-বাচক হবে। অথবা আল্লাহ তার নাযিলকৃত কিতাবসমূহে কি কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ নিজেই সেসব ক্ষমতা ইখতিয়ার তাদের খোদাদেরকে দিয়ে রেখেছেন, যেগুলো তারা তাদের বানোয়াট খোদাদের সাথে যুক্ত করেছে। এর জবাবও না-বাচক হবে। তাহলে তারা কি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, যার জন্য তারা আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ারকে যাকে ইচ্ছা বণ্টন করে দিচ্ছে।

৬৯. অর্থাৎ মুশরিকদের সেসব ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় গুরু, পুরোহিত নেতা-নেত্রী, দরগাহ মাজার এর গদীনশীন, খাদেম যারা মানুষকে তাদের পরকালের মুক্তির এজেন্সী নেয়ার দাবী করে এবং বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচার করে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়। আয়াতে এসব ধোঁকাবাজদের কথাই বলা হয়েছে। এরা মানুষকে বুঝাতে চায় যে, অমুক দরবারে নযর-নেয়ায দিয়ে তার শরণাপন্ন হলে তোমার দুনিয়ার সব সংকটের সমাধান হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তোমার গুনাহের পরিমাণ যা-ই থাক না কেন, সব মাফ হয়ে যাবে।

৭০. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহই আসমান-যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন’-এর অর্থ তাদের গতিরুদ্ধ করে দেয়া নয়, বরং এর অর্থ নিজের অবস্থান থেকে সরে যাওয়া বা টলে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ আল্লাহ-ই এ অসীম বিশ্ব-জগতকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। কোনো ফেরেশতা, জিন, কোনো নবী বা অলীও এ জগতকে ধরে রাখছেন না। এ জগতকে ধরে রাখাতো দূরের কথা, এ জগতের আকার-আয়তন সম্পর্কে কোনো ধারণাও তাদের নেই। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের অস্তিত্ব লাভ ও স্থায়িত্বের জন্যই তো সেই সার্বভৌম সত্তার নিকট মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাদেরকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করা নিরেট বোকামী ও ধোঁকার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে।



اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ اَهْدٰى

তারা আল্লাহর নামে তাদের কসমের সাধ্যমত কসম করে বলে—যদি তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসতো, তারা অবশ্য অবশ্যই অধিকতর হিদায়াত গ্রহণকারী হয়ে যেতো,

مِنْ أَحَدَى الْأَمِيرِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۖ اسْتِكْبَارًا

অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে<sup>৭২</sup> ; অতপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আসলো, (তখন) তাদের ঘণা ছাড়া কিছুই বন্ধি পেলো না । ৪৩.—প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য

فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۖ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ

পৃথিবীতে এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে ; অথচ হীন ষড়যন্ত্র তার কর্তা ছাড়া অন্য কাউকে ঘিরে ধরে না<sup>৭৩</sup>; তবে কি

-أَيْمَانِهِمْ; সাধ্যমত; جَهْدَ-আল্লাহর নামে; بِاللَّهِ-তারা কসম করে বলে; أَقْسَمُوا  
 -তাদের কাছে (جَاءَتْهُمْ)-جَاءَ تَهُمْ; যদি لَنْ; তাদের কসমের (إِيْمَانُ+هم)-  
 আসতো; لَيَكُونَنَّ-তারা অবশ্য অবশ্যই হয়ে যেতো; نَذِيرٌ; সতর্ককারী;  
 أَفْهَى-অধিকতর হিদায়াত গ্রহণকারী; مِنْ-চেয়ে; أَحْذَى الْأَمَمَ-অন্য যে কোনো জাতির;  
 -مَازَادَ; সতর্ককারী; نَذِيرٌ; তাদের কাছে; هُمْ-আসলো; جَاءَ; অতপর যখন; فَلَمَّا  
 -استَكْبَارًا ⑧৩। غُفُورًا-স্বাভা; الْا-তাদের; هُمْ; (তখন) কিছুই বৃদ্ধি পেলো না;  
 -مَكْرُ السَّيِّئِ; এবং وَ-পৃথিবীতে; فِي الْأَرْضِ-প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য;  
 -الْمَكْرُ السَّيِّئِ-হীন ষড়যন্ত্র; وَ-অথচ; لَا يَحِيقُ; ষিরে ধরে না;  
 -فَهَلْ-তবে কি; (ب+اهل+ه)-بِأَهْلِهِ; (অন্য কাউকে);

৭১. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে এত বেয়াদবীমূলক আচরণ করছে, তারপরও তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে শাস্তি দিচ্ছেন না, এটা তাঁর অত্যন্ত সহনশীলতা ও পরম ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক।

৭২. মুহাম্মদ স.-এর আগমনের আগে আরববাসী কাকির-মুশরিকরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতন দেখে বলতো যে, এদের মধ্যে আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, তা সত্ত্বেও এরা হিদায়াত লাভ করতে পারলো না ; আমাদের মধ্যে যদি এককম কোনো সতর্ককারী নবী আসতো, তাহলে আমরা দুনিয়ার সব জাতির চেয়ে অগ্রগামী থাকতাম। আরববাসী কাকির কুরাইশদের এসব কথা কুরআন মাজীদে অন্য স্থানেও উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল আনআমের ১৫৬ থেকে ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে—“হয়তো তোমরা বলতে পারতে যে, কিতাব তো শুধুমাত্র আমাদের পূর্ববর্তী দ’ সম্প্রদায়ের কাছেই নাযিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে

يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ

তারা পূর্ববর্তীদের (সাথে কৃত) বিধান-পদ্ধতির অপেক্ষা করছে<sup>১৪</sup>; তাহলে (জেনে রাখুন) আপনি (এদের ব্যাপারে) আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না; এবং কখনো আপনি পাবেন না

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

আল্লাহর বিধানে কোনো নড়চড়<sup>১৫</sup>। ৪৪. তারা কি দুনিয়াতে সফর করে না? তাহলে তারা দেখতে পেতো কেমন হয়েছিল

يَنْظُرُونَ-তারা অপেক্ষা করছে; الْأَوَّلِينَ-বিধান পদ্ধতির; سُنَّتِ-পূর্ববর্তীদের; فَلَنْ-তাহলে (জেনে রাখুন) আপনি পাবেন না (এদের ব্যাপারেও); تَجِدَ-বিধানে; لِسُنَّتِ-আল্লাহর; تَبْدِيلًا-কোনো পরিবর্তন; وَ-এবং; وَلَنْ-কখনো আপনি পাবেন না; تَحْوِيلًا ۝-আল্লাহর; يَسِيرُوا ۝-কোনো সফর। (+) أَوَلَمْ يَسِيرُوا ۝-তারা কি সফর করে না; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে; (و) لَمْ يَسِيرُوا-তাহলে তারা দেখতে পেতো; كَيْفَ-কেমন; كَانَ-হয়েছিল; (يَنْظُرُوا)-

কিছুই জানতাম না। অথবা তোমরা বলতে—যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম।”

সূরা আস সাফফাতের ১৬৭-১৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে—“আর কাফিররা তো বলতো—যদি পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত, আমাদের কাছেও কোনো কিতাব থাকতো তবে আমরাও আল্লাহর খাতি বান্দাহ হতাম।”

৭৩. ‘লা ইয়াহীকু’ অর্থ ‘লা ইউহীতু’ বা ‘লা ইসীকু’ অর্থাৎ হীন ষড়যন্ত্রের শাস্তি অন্য কারো ওপর পতিত হয় না—খোদ ষড়যন্ত্রকারীর ওপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়েই যায়। এর জবাবে বলা যায় যে, এ ক্ষতি আখিরাতের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ক্ষতি আর ষড়যন্ত্রকারীর ক্ষতি হলো আখিরাতের ক্ষতি যা অত্যন্ত গুরুতর ও চিরস্থায়ী। আর এর বিপরীতে দুনিয়াবী ক্ষতি একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার।

মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কোরাযী বলেন—“তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল বা শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবেন না—(১) কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে কষ্ট দেয়া (২) যুলুম করা এবং (৩) অস্বীকার ভঙ্গ করা।” (ইবনে কাসীর)

বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার ওপর যুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।



مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ

কোনো একটি প্রাণীকেও কিছু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন ;  
অতপর তাদের নির্দিষ্ট সেই মেয়াদ যখন এসে পড়বে (জেনে রাখা উচিত) তখন নিশ্চিত

اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাহদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা । ৭৭

-তিনি (يُوَخِّرُهُمْ-হুম) ; وَلَكِنْ-কিন্তু ; مِنْ-কোনো একটি প্রাণীকেও ; دَابَّةٍ-  
অবকাশ দিচ্ছেন ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-এক মেয়াদ ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; فَإِذَا-  
অতপর যখন ; جَاءَ-এসে পড়বে ; أَجْلُهُمْ-তাদের নির্দিষ্ট সেই মেয়াদ ;  
تَخْن-নিশ্চিত ; كَانَ-আল্লাহ ; عِبَادِهِ-তাঁর বান্দাহদের প্রতি ; بَصِيرًا-সম্যক দ্রষ্টা ।

৭৭. অর্থাৎ অপরাধীদের কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে যে শাস্তি দিচ্ছে না, তার অর্থ এটা নয় যে, তিনি এসব দেখছেন না ; বরং তিনি সবই দেখছেন ; তিনি তো তাদেরকে দেয়া অবকাশের মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন, তা শেষ হলেই পাকড়াও করবেন ; তখন একজন অপরাধীও তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না ।

#### ৫ম রুকু' (৩৮-৪৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে বিশ্বজগতের কোথাও কিছু নেই । মানুষের মনের গোপন কুটিরে যা বুদ্ধদের মত উদ্ভূত হয়ে মিলিয়ে যায় তা-ও তিনি জানেন ।

২. মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি । এ দায়িত্বে অবহেলা বা দায়িত্বের খেলাফ কাজ করলে বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে ।

৩. আল্লাহর দেয়া খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন । আর আল্লাহর ক্রোধে পতিত হলে উভয় জাহান বরবাদ হয়ে যাবে ।

৪. বিশ্ব জগতের সবকিছুর সৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ । মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, তাদের কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই ।

৫. দুনিয়াতে যত প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণা রয়েছে, সবচেয়ে বড় প্রতারণা হলো আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা । অর্থাৎ আল্লাহর অধিকার ও গুণাবলীকে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করা ।

৬. আসমান ও যমীনের গতি বা স্থিতি এবং স্বস্থানে অবস্থান একমাত্র আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতার প্রভাবেই সম্ভব রয়েছে ।

৭. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তার পক্ষে যখন আসমান-যমীনকে টলে যাওয়া থেকে স্বস্থানে ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন অন্য কোনো সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ করা সবচেয়ে বড় যুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে ।

৮. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সহনশীল ও ক্ষমাশীল হওয়ার কারণেই শিরকের শাস্তি দেয়ার জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করছেন না।

৯. কাফির-মুশরিকদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কারণ তারা আল্লাহর নামে কসম করে তাঁর নবীর আনুগত্য করার ওয়াদা দিয়েও তা অমান্য করেছে।

১০. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করা হোক না কেন, সেসব ষড়যন্ত্র অবশেষে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেই কার্যকর হবে।

১১. আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অমান্য করলে অতীতের অমান্যকারী জাতিগুলোর পরিণাম ভোগ করতে হবে।

১২. আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত বিধানাবলী শাস্ত, অপরিবর্তনীয় ও অনড়।

১৩. অতীতের অমান্যকারী জাতিসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসভূমি তাদের দুঃখজনক পরিণতির চিহ্ন বহন করে আজো দাঁড়িয়ে আছে। এসব স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন।

১৪. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। তা সত্ত্বেও তারা তাদের পরিণতিকে রোধ করতে পারেনি।

১৫. বর্তমানকালে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও আল্লাহর দীনকে অমান্য করলে তার অন্তঃ পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

১৬. আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। তাই তার দীনের বিরোধী শক্তিকে শাস্তিদান থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারে এমন শক্তি কোথাও কারো নেই।

১৭. মানুষের নাকরমানীর ফলে আল্লাহ যদি তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনের ওপর চলাচলকারী একটি প্রাণীও পাকড়াও থেকে রেহাই পেতো না।

১৮. আল্লাহ মানুষকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ হয়ে সৎপথে এগিয়ে আসার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। আর সে অবকাশকাল হলো মৃত্যু পর্যন্ত। সুতরাং মৃত্যুর আগেই আমাদেরকে সৎপথে ফিরে আসতে হবে।

১৯. যেহেতু আমাদের অবকাশকাল কতদিন তা আমাদের জানা নেই, সুতরাং এখনই আমাদের সংশোধনের সময়। প্রত্যেক মানুষকে বর্তমানকেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করার যথার্থ সময় বলে ধরে নিয়ে হিদায়াতের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

